উদ্ভট

# কবিতা-কৌমুদী।

## প্রথমো ভাগঃ।

কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় পণ্ডিত

শ্রীনীলমণি বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যেণ

সঙ্কলিতা বঙ্গানুবাদসহিতা

অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন,

তথা শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যানিধি

ভট্টাচার্য্য দ্বিতয়েন সমগ্র

সংশোধিতা চ।

কলিকাতা রাজধান্যাম্

৬৮/২ [illegible] বিভার প্রেসে

[illegible]।

# বিজ্ঞাপন।

উদ্ভট কবিতা সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব বস্তু।

পূর্ব্বকাল হইতেই উহার গবেষণা জনসমাজে প্রকাশ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। যেরূপ কালিদাসাদি বিখ্যাত নামা মহাকবিগণের হৃদয় হইতে মহাকাব্য নাটকাদি উদ্ভূত হইয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত শিক্ষিত সভ্য জাতির মন, অভূত পূর্ব্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ উদ্ভট কবিতা সকলও সমস্ত ভূমণ্ডলস্থ শিক্ষিত সমাজকে আনন্দ মদে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে উহা যে শিক্ষিত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মন নিশ্চয় আকর্ষণ করিবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, এই বিবেচনা করিয়াই আমি উহা সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। সাধারণের সুখ-বোধ্য করিবার জন্য শ্লোক গুলির বঙ্গানুবাদ যথামতি সরল ভাষায় লিখিয়াছি। ফলতঃ ঐ সকল মহাজন রচিত শ্লোকের ভাব-গ্রহ বিষয়ে মল্লিখিত বঙ্গানুবাদ যদি কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব। এক্ষণে উদ্ভট কবিতা কৌমুদীর প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। উহা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইল, প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ হিতোপদেশ পূর্ণ কতিপয় শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয়ে নানাবিধ রসভাবাদি সম্বলিত কবিতাস্তবক বিনিবেশিত হইল। তৃতীয়ে আদিরস সংযুক্ত কবিতা কলাপ বিন্যস্ত করা গেল। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কালিদাসাদি কবিগণের অত্যুৎকৃষ্ট শ্লোক সকল ও তদানুষঙ্গিক যথাশ্রুত উপন্যাস সমূহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উদ্ভটের নির্দ্দিষ্ট কোন পুস্তক অতি বিরল, যাহা দুই এক খানি আছে, তাহাও শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। আমি ইহা সঙ্কলন করিবার পূর্ব্বে হিতোপদেশাদি বিবিধ গ্রন্থ, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখ পরম্পরা হইতে বাল্যকালাবধি সুললিত কবিতাবলী বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম যদি পাঠকগণ মৎসঙ্কলিত কবিতা কৌমুদী পাঠ করিতে করিতে কোন স্থলে পাঠান্তর বা ভ্রম কিম্বা অসঙ্গত ভাব দেখিতে পান অথবা কোন নূতন কবিতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সহৃদয় পাঠকগণ কবিতা কৌমুদী সাদরে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই গ্রন্থ খানি লিখিবার পূর্ব্বে কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তথা শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র চূড়ামণি খুড়া মহাশয় এবং বড়বাজার কলিকাতা ইনষ্টিটিউসনের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ উহার সঙ্কলন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট চিরবাধিত থাকিলাম।

পরিশেষে ইহাও স্বীকার্য্য যে, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ ইহার সংশোধন বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এজন্য ইঁহাদের পাদপদ্মে সামান্য মক্ষিকারূপে চিরবাধিত রহিলাম।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ভূপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই দুই সহোদর ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহারা আমার চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন বিস্তরেণালমিতি।

কলিকাতা
ইনষ্টিটিউসন্
২৪শে জ্যৈষ্ঠ
১২৯৭

শ্রীনীলমণি শর্ম্মা
দ্বিতীয় পণ্ডিত।

# কৃতজ্ঞতা।

সূর্য্যবংশে যথা রামশ্চন্দ্র বংশে যুধিষ্ঠিরঃ।
গোপী মোহন বংশেচ তথা রাজেন্দ্র মোহনঃ॥
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদীচ দাতা যাচক পালকঃ।
অত্র বহুসুখং ভুক্ত্বা স্বর্গে দৈবসুখং গতঃ॥
মুখবংশ সমুদ্ভুত ঈশানঃ সত্য পালকঃ।
তাদৃশো ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠো যস্যৈব কন্যকা পতিঃ॥
কুলশীল সমাযুক্তঃ সদাচার সমন্বিতঃ।
বিহায় নিখিলান্ ভোগান্ পুরীং পৌরন্দরীমগাৎ॥
শ্রীল গোপালচন্দ্রাখ্য তস্য পুত্রোগুণাকরঃ।
রূপবান বিত্তবাংশ্চৈব ধার্ম্মিকঃ প্রিয় দর্শনঃ॥
সত্যবাদী বিলাসীচ দেবভক্তি পরায়ণঃ।
পৈত্রিকং সকলং কার্য্যং কৃতং যেন যথা বিধিঃ॥
যাচকা নৈব বিমুখা যস্য সন্নিধি মাগতাঃ।
শীলেন বিনয়েনাসৌ চকার সকলান্ বশং॥
লক্ষণেন সমোযস্য ভ্রাতা বিপুল ধার্ম্মিকঃ।
শ্রীল ভূপালচন্দ্রাখ্য কনীয়া নপিতাদৃশঃ॥
যয়োঃ শাসন ধর্ম্মেণ সুখিনশ্চানু জীবিনঃ।
তদানুকূল্য দানেন কাব্যং মুদ্রাঙ্কিতং ময়া॥
এবন্তৌ তা মহাত্মানো ভবন্তু চিরজীবিনঃ।
দেবগুরু প্রসাদেন প্রার্থয়ামি পুনঃ পুনঃ॥

অনুবাদ। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের মধ্যে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির যাদৃশ সকলের প্রধান এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের বংশে

রাজেন্দ্র মোহন ঠাকুরও তাদৃশ সকলের শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ছিলেন। এই মহাত্মা সত্যবাদী, দাতা, যাচকগণের প্রতিপালক ছিলেন। ইঁনি ইহলোকে নানা সুখ ভোগ করিয়া স্বর্গে দৈবসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার জামাতা বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঁনি ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ, সত্য প্রতিপালক, কুল, শীল, সদাচার সম্পন্ন হইয়া সমস্ত বিষয় সুখ ভোগে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া নিত্য বৈজয়ন্তধামের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঁনি সকল গুণের আকর স্বরূপ, রূপবান, ধনবান, ধার্ম্মিক চূড়ামণি; সকলের প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, দেবতাগণের প্রতি একান্ত ভক্তি পরায়ণ; যিনি পৈত্রিক সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার নিকটে যাচক, কদাপি বিমুখ হয় না, মহাত্মা গোপাল বাবু শীলতা ও বিনয়দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার লক্ষ্মণসম কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত বাবু ভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঁনি তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, বিপুল ধার্ম্মিক। যাঁহাদের দুজনের শাসনগুণে অনুজীবিগণ, অতিশয় সুখ ভোগ করিতেছে। এতাদৃশ মহাত্মাদের আনুকূল্যে আমি এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি। দেবগুরু প্রসাদে এইরূপ মহাত্মারা চিরজীবী হউন পুনঃপুনঃ ইহা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীনীলমণি বিদ্যালঙ্কার।

# কবিতা কৌমুদী।

## প্রথমোভাগঃ।

### প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মঙ্গলা চরণং।

যং দেবং সর্ব্বভূতেশং জগৎ সৃষ্ট্যন্ত কারিণং।
নিগমেষু পুরাণেষু যস্যান্তং ন নিরূপিতং ॥
যস্যানুশাসনে নৈব নিত্যং সূর্য্যঃ প্রকাশতে।
ভ্রাম্যন্তি সর্ব্বঋতবঃ পর্য্যায়েণ তথৈবচ ॥
তং দেবং ভক্তিযুক্তেন প্রণম্য মনসা সহ।
কবিতা কৌমুদী নাম ময়া কাব্যং প্রণীয়তে ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যে দেবতা সকলভূতের কর্ত্তা, যিনি জগতের সৃষ্টিসংহার কারী, বেদাদিতে যাঁহার অন্ত নিরূপিত হয় নাই, যাঁহার অনুশাসনে নিত্য সূর্য্য প্রকাশ হইতেছেন, যাঁহার শাসনে ষড়ঋতু পালা অনুসারে ভ্রমণ করিতেছে। সেই দেবতাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া কবিতা কৌমুদী নামে কাব্য আমি প্রকাশ করিতেছি ॥ ১ ॥

অপিমেজড়তা বাণী ত্যক্ষ্যন্তি নচ পণ্ডিতাঃ।
কেননাদ্রিয়তে হর্ষাদস্ফুটং শুক ভাষিতং ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ আমার এই জড়তাবাণী কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। কারণ শুকের অস্ফুট বাণী কৌতুকাবহ বলিয়া কাহার মনকে হরণ না করে?

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥৩॥

অনুবাদ। সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব এই চারি বেদের মন্ত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন, মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মতও ভিন্ন ভিন্ন, এমন ঋষি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে, কলিযুগে ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল পর্ব্বত গুহাতে নিহিত রহিয়াছে, অতএব এইরূপ সঙ্কটস্থলে মহাজনদিগের পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সেই পথই সাধু, আর তদ্ভিন্ন পথই সাধু বিগর্হিত জানিবে॥ ৩॥

প্রথমে নার্জ্জিতাবিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥ ৪॥

অনুবাদ। যদি তোমরা বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন না কর, যৌবন কালে ধন উপার্জ্জন না কর, প্রৌঢ়াবস্থায় পুণ্য উপার্জ্জন না কর তবে বার্দ্ধক্যে কি করিবে॥ ৪॥

বাল্যেহ্যুপার্জ্জয়ে দ্বিদ্যাং ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥ ৫॥

অনুবাদ—(বুদ্ধিমান ব্যক্তি) বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, যৌবন-কালে ধন উপার্জ্জন ও বিবাহ করিবে, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মকার্য্য করিবে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে এবং (তপশ্চরণ দ্বারা যোগে তনুত্যাগ করিবে)॥ ৫॥

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমং।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥ ৬॥

অনুবাদ। সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অনুত্তম দ্রব্য, কারণ বিদ্যা চোরে চুরি করিতে পারে না, বিদ্যার মূল্য নাই, কারণ বিদ্যা অপরাপর দ্রব্যের ন্যায়, দানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, বরং এই ধন, যতই দান করিবে, ততই অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে॥ ৬॥

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং॥ ৭॥

অনুবাদ। দেখ!, বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় হইতে সৎপাত্রতা [illegible]

হয়, এবং পাত্রতা হইতে ধন, এবং ধন হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে তার পর সুখ লাভ হয়॥ ৭॥

বিদ্যানামনরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্তং ধনং,
বিদ্যাভোগকরী যশঃ শুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যাবন্ধুজনো বিদেশ গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং,
বিদ্যারাজসু পূজ্যতে নহিধনং বিদ্যা বিহীনঃ পশুঃ॥৮॥

অনুবাদ। এই সংসারে মনুষ্যের বিদ্যাই রূপ লাবণ্য স্বরূপ, বিদ্যাই গুপ্তধন স্বরূপ, বিদ্যাই বিষয়ভোগ, যশ ও শুভফল প্রদান করে। বিদ্যাই গুরুর গুরু পরম গুরু, বিদ্যা বিদেশ গমনে প্রিয়বন্ধুর কার্য্য করে, বিদ্যাই পরম দেবতা স্বরূপ, বিদ্যা রাজমণ্ডলীতে মহামান্যা, এই হেতু পণ্ডিতগণ, বিদ্যাহীন মনুষ্যকে পশুর সমান বলিয়াছেন॥ ৮॥

মাতেব রক্ষতি পিতেবহিতে নিযুঙক্তে,
কান্তেবচাভিরময়ত্যপনীয়খেদান্।
কীর্ত্তিঞ্চদিক্ষুবিতনোতি তনোতি লক্ষ্মীং
কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা॥ ৯॥

অনুবাদ। বিদ্যা, মাতার ন্যায় রক্ষা করে, পিতার ন্যায় হিতে নিযুক্ত করে, প্রেয়সীর ন্যায় কষ্ট নিবারণ করিয়া মন সন্তোষ করে, এবং চারিদিকে যশ বিস্তার ও অর্থ বৃদ্ধি করে, অতএব কল্পলতার ন্যায় বিদ্যা, কোন্ কোন্ কার্য্য সাধন না করে॥ ৯॥

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বেফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদ আলাপঃ সজ্জনৈঃসহ॥ ১০॥

অনুবাদ। সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অমৃতময় দুটী ফল আছে, প্রথম কাব্য শাস্ত্ররূপ অমৃত রসের স্বাদ গ্রহণ, দ্বিতীয়, সজ্জনসহ আলাপন॥ ১০॥

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
র্দৈবেনদেয়মিতিকাপুরুষা বদন্তি।
দৈবংনিহত্যকুরুপৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
[illegible] ॥ ১১॥

[illegible] লক্ষ্মী লাভ করে, দৈবে দেয় ইহা

কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে,দৈবকে নিহত করিয়া আপন শক্তি দ্বারা পৌরুষ প্রকাশ কর। যত্ন করিলে যদি সিদ্ধ না হয়, তবে আর তাহাতে কি দোষ আছে॥ ১১ ॥

আলস্যংহি মনুষ্যানাং শরীরস্থো মহারিপুঃ।
নাস্ত্যুদ্যম সমোবন্ধুঃকৃত্বা যন্নাব সীদতি॥ ১২ ॥

অনুবাদ। আলস্যই মনুষ্যের শরীরস্থিত মহাশত্রু, উদ্যমের সমান বন্ধু জগতে আর নাই, যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ করিলে লোকে প্রলয়কালেও অবসন্ন হয় না॥ ১২ ॥

দেশে স্বীয়ে ভবতি নৃপতিঃ পূজিতো নান্যদেশে,
বিদ্বান্ পূজ্যঃসকলসমিতৌ তৎসুতো নৈব তাদৃক।
যস্মাত্তাভ্যাং সমধিকতয়া গণ্যতেঽসৌকুলীণঃ,
তস্মাদ্রক্ষ্যং কুলমতিধনং প্রাণপণ্যৈঃ কুলীনৈঃ॥১৩॥

অনুবাদ। রাজা, আপন দেশে পূজ্য, অন্য দেশে নহেন, কিন্তু বিদ্বান লোক, সকল সভাতেই পূজ্য, তাঁহার পুত্র তাদৃশ নহেন। পরন্তু এই দুই হইতে কুলীন অধিকতর পূজনীয়, অতএব প্রাণপণে কুল ধন রক্ষা করা কুলীনদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১৩॥

পরস্ত্রীমাতেবকচিদপিনলোভঃ পরধনে,
নমর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষণমপিননীচৈঃ সহ রুচিঃ।
রিপৌ শৌর্য্যং বিপদিবিনয়ঃসম্পাদিসতা,
মিদংবৃর্ত্তংভ্রাত ভরত নিয়তং যাস্যসি পদং॥১৪॥

অনুবাদ। পরস্ত্রীকে মাতৃ সদৃশ জ্ঞান করিবে, পরধনে কদাচ লোভ করিবে না, কাহারও কোন প্রকারে মর্য্যাদা ভঙ্গ করিবে না, নীচব্যক্তির সহবাস করিতে ক্ষণকালও ইচ্ছা করিবে না, কাম ক্রোধাদি ছয় রিপুর উপর শৌর্য্যভাব প্রকাশ করিবে, বিপদকালে ধৈর্য্য ও সম্পদকালে বিনয় অবলম্বন করিবে, এই উপদেশ বাক্যগুলি, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে ভরতকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে ভাই ভরত! এইরূপ সাধুজন অনুমোদিত পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবে॥ ১৪॥

বিদ্যা স্বত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ দ্বে বিদ্যেপ্রতি পত্তয়ে।
আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে দ্বিতীয়াদ্রিয়তে সদা॥১৫॥

অনুবাদ। যতপ্রকার বিদ্যা আছে, তন্মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যাই প্রধান, কারণ এই উভয়েতেই লোকের বিশেষ সুযশ লাভ হয়, কিন্তু প্রথমটি (শস্ত্রবিদ্যা) বৃদ্ধকালে উপহাসের নিমিত্ত হয়, দ্বিতীয় (শাস্ত্র) বিদ্যা সকল সময়ে মনকে আর্দ্র করে॥ ১৫॥

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীতইবকেশেষু মৃত্যুনাধর্ম্ম মাচরেৎ॥ ১৬॥

অনুবাদ। বুদ্ধিমান্ লোক অজর অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবে। আর মৃত্যু যেন কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে এইরূপ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের আচরণ করিবে॥ ১৬॥

যস্মিন দেশে ন সম্মানং ন প্রীতি র্নচবান্ধবাঃ।
নচবিদ্যা সমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৭॥

অনুবাদ। যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নাই এবং বিদ্যার সমাগম নাই পণ্ডিতেরা সেই দেশ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন॥ ১৭॥

নচ বিদ্যা সমোবন্ধু র্নচর্য্যাধি সমোরিপুঃ।
নচাপত্য সমঃস্নেহো নচ দৈবাৎ পরং বলং॥ ১৮॥

অনুবাদ। এই জগতে বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির সমান শত্রু নাই অপত্য স্নেহের সমান আর স্নেহ নাই, এবং দৈবের অপেক্ষা আর বল নাই॥ ১৮॥

কোঽর্থ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষাকিম্বাচক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং॥ ১৯॥

অনুবাদ। যে পুত্র বিদ্বানও ধার্ম্মিক না হইল, সে পুত্র জনমে কি প্রয়োজন আছে যেমন্ কাণে চক্ষুতে কোন প্রয়োজন হয় না, সে কেবল চক্ষুর পীড়া মাত্র॥ ১৯॥

অজাত মৃত মূর্খানাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখ করা বাদ্যা বন্তিমশ্চ পদে পদে॥ ২০॥

অনুবাদ। সন্তান না হওয়া, সন্তান হইয়া মৃত হওয়া, এবং সন্তান হইয়া মূর্খ হওয়া, এই তিনের মধ্যে সন্তান না হওয়া; আর সন্তান হইয়া মরিয়া [illegible] পুত্রের মধ্যে এই একটিমাত্র

দুঃখ জন্মাইতে পারে, কিন্তু সন্তান হইয়া মূর্খ হইলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ২০ ॥

কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিং।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাং ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। কাচ যেমন সুবর্ণ সংসর্গে নীলকান্ত মণির দীপ্তি ধারণ করে। সেইরূপ মূর্খলোক, সাধু সহবাসে প্রবীণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

কীটোপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। কীটও সাধুসম পুষ্প সহবাসে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে। মহৎলোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিলাও দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে পরগুণে প্রীতিগুরৌ নম্রতা।
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদে ভয়ং।
ভক্তিঃ শূলিনি শক্তি রাত্মদমনে সংসর্গ মুক্তিঃ খলে,
এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। যাহাদের সাধু সহবাসে মতি থাকে, পরগুণে প্রীতি থাকে, গুরুজনের নিকট নম্রতা থাকে, বিদ্যা বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকে, আপন পরিণীতা স্ত্রীর সহবাসে অনুরাগ থাকে, লোকাপবাদে ভয় থাকে, ঈশ্বরে ভক্তি, আত্মদমন শক্তি এবং খল সহবাসে বিরক্তি থাকে সেই সকল মনুষ্যই নমস্য জানিবে ॥ ২৩ ॥

শাস্ত্রং সুচিন্তিত মপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
স্বাঙ্কেস্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ ন চ বশ্য ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র বিশেষরূপে আয়ত্ত থাকিলেও তাহার পুনরালোচন করিবে। নৃপতি আরাধিত হইলেও তাঁহার প্রতি সদা শঙ্কিত

যুবতী স্ত্রী যদি আপন ক্রোড়দেশে থাকে তথাপি তাহাকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে, কারণ এই তিনটি কদাচ কাহার বশীভূত থাকে না ॥ ২৪ ॥

মাধুর্য্যং প্রমদাজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্য মার্য্যেজনে
শৌর্য্যং শত্রুষু নম্রতাগুরুজনে ধর্ম্মিষ্ঠতা সাধুষু।
মর্ম্মজ্ঞেষ্বনুবর্ত্তনং বহুবিধং মানং জনে পণ্ডিতে,
শাঠ্যং পাপিজনে নরস্য কথিতা গণ্যা ইমেঽষ্টৌগুণাঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা, আর্য্য ব্যক্তির উপর দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা, শত্রুদিগের প্রতি শৌর্য্য প্রকাশ করা, গুরুজনের নিকট নম্রতা প্রকাশ করা, সাধুদিগের প্রতি ধর্ম্মিষ্ঠতা প্রকাশ করা, মর্ম্মজ্ঞদিগের অনুবর্ত্তন করা, বিদ্বান মনুষ্যকে সম্মান করা, এবং পাপিষ্ঠের প্রতি শঠতাচরণ করা, মনুষ্যের এই আটটি গুণকেই সর্ব্ব প্রধান গুণ বলিয়া গিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংশেচমূর্খতা ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। প্রাজ্ঞ লোক, অপমানকে পুরস্কার বোধে মানকে পশ্চাৎ রক্ষা করিয়া স্বকার্য্যসাধন করিবে, কারণ লোকের কার্য্য ধ্বংশে মূর্খতা প্রকাশ পায় ॥ ২৬ ॥

আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্র মৈথুন ভেষজং।
তপোদানাপমানঞ্চ নবগোপ্যানি যত্নতঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। পরমায়ু, ধন, গৃহচ্ছিদ্র (গৃহের দোষ) ইষ্ট মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান এবং অপমান এই নয়টি বিষয় মনুষ্যের যত্নপূর্ব্বক গোপন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। ধননাশ, মনস্তাপ, গৃহের ব্যভিচার দোষ, বঞ্চনা এবং অপমান এ কয়টি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ প্রকাশ করিবে না ॥ ২৮ ॥

বালোবা যদি বা বৃদ্ধো যুবাবা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যা গতো গুরুঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ। বালক অথবা বৃদ্ধ, বা যুবা যে কোন ব্যক্তি হউকনা কেন গৃহে আগমন করিলে তাহার যথাযোগ্য সম্মান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ সকল স্থানেই অভ্যাগতকে গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন॥ ২৯॥

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেব ময়োঽতিথিঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ। যদি কোন উত্তম বর্ণের (ব্রাহ্মণাদির) গৃহে কোন নীচবর্ণ (শূদ্রাদি) আগমন করে, তথাপি তাহার যথাযোগ্য সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ অতিথি সকল দেবতার স্বরূপ॥ ৩০॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ৩১॥

অনুবাদ। প্রকৃত অতিথি যদি কোন ব্যক্তির গৃহ হইতে বৈমুখ হয়, তবে সে আপন পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া, গমন করে। একারণ যাহার যেমন সাধ্য অতিথি সেবা করা উচিত॥ ৩১॥

কুগ্রামবাসী কুজনস্য সেবা কুভোজনং ক্রোধমুখীচ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবাচ কন্যা বিনাগ্নিনাসন্দহতে শরীরং॥ ৩২॥

অনুবাদ। কুগ্রামে বাস করা, কুজনের সেবা করা, অখাদ্য ভোজন করা, ক্রোধমুখী ভার্য্যার সহবাস করা, মূর্খ পুত্র এবং বিধবা কন্যা গৃহে থাকিলে বিনাগ্নিতে তাহার শরীর দাহন করে॥ ৩২॥

অবংশে পতিতোরাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥ ৩৩॥

অনুবাদ। নীচ বংশে যদি কেহ রাজা, ও মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি অত্যন্ত ধনবান হয়, তবে সে এই জগৎ সংসারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে॥ ৩৩॥

গোমূত্রমাত্রেণপয়োবিনষ্টং তক্রস্যগোমূত্রশতেনকিম্বা।
অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃশুচীনাং পাপাত্মনাংপাপশতেনকিম্বা॥৩৪॥

অনুবাদ। বিন্দু মাত্র গোমূত্র সংযোগে এক কলসী পরিমাণ দুগ্ধ

বিনষ্ট হয় কিন্তু শত শত গোমূত্র সংযোগে তক্রের প্রকৃতি কদাচ বিকৃতি হয় না। পবিত্র ব্যক্তির সামান্য পাপেতে বিপদ ঘটে। কিন্তু পাপাত্মার শত শত পাতকেও কিছুই অনিষ্ট ঘটে না॥ ৩৪॥

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি,
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥ ৩৫॥

অনুবাদ। যদি সূর্য্যদেব কদাচ পশ্চিমদিকে উদয় হন, যদি কমলিনী পর্ব্বতশৃঙ্গে কদাচ প্রস্ফুটিত হয় এবং সুমেরু পর্ব্বত যদি কখন ও প্রচলিত হয় তথাপি সজ্জনের বাক্য কদাচ অন্যথা হইতে পারে না॥ ৩৫॥

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ॥ ৩৬॥

অনুবাদ। সুখের পর দুঃখ হয় ও দুঃখের পর সুখ হয়। এ সংসারে সুখ আর দুঃখ চক্রের মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে॥ ৩৬॥

কর্ম্মনা বর্দ্ধতে বুদ্ধির্নবুদ্ধ্যা কর্ম্মবর্দ্ধতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণ মন্বগাৎ॥ ৩৭॥

অনুবাদ। কর্ম্ম করিতে২ বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম কদাচ বর্দ্ধিত হয় না, যেমন শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান হইয়াও স্ত্রীর বাক্যে ব্যবহার তত্ত্ব না বুঝিয়া সুবর্ণময় মৃগের অনুগামী হইয়াছিলেন॥ ৩৭॥

শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। শত্রুর ও যদি গুণ থাকে তবে তাহা অবশ্য বলা কর্ত্তব্য, আর গুরুজনেরও যদি দোষ থাকে তবে তাহা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং পুত্র ও শিষ্যকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে হিত শিক্ষা দিবে কদাচ ইহাতে ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না॥ ৩৮॥

বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রেষ্বপি শিষ্যেষু চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং॥ ৩৯॥

অনুবাদ। বিদ্যা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, দরিদ্রদিগকে ধন দান দ্বারা

বিনয় দ্বারা, সৎপুত্র দ্বারা, যশদ্বারা এবং পিতৃলোককে জলপিণ্ড দান দ্বারা মনুষ্য দিগের পুণ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩৯॥

পয়ঃ পাণং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবৰ্দ্ধনং।
উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ৪০॥

অনুবাদ। যেমন সর্পগণকে দুগ্ধ পান করাইলে কেবল তাহাদের বিষবৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মূর্খকে উপদেশ প্রদান করিলে কেবল তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে থাকে, কদাচ শান্তি লাভ করে না॥ ৪০॥

বরং গহনদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
নচ মূর্খেন সংসর্গঃ সুরেন্দ্র ভবনেষ্বপি॥ ৪১॥

অনুবাদ। নিবিড় অরণ্য মধ্যে বনচরদিগের সহিত বাস করা বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি মূর্খ সহবাসে স্বর্গ পুরীতে বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে॥ ৪১॥

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহে ন চ॥ ৪২॥

অনুবাদ। কাব্যশাস্ত্রের আলাপে পণ্ডিতদিগের কাল অতিবাহিত হয়, এবং মৃগয়াদি ব্যসন ও নিদ্রা কলহদ্বারা মূর্খের কাল অতিবাহিত হয়॥ ৪২॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ। দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা ভূষিত হইলে তাহাকে পরিহার করা কর্ত্তব্য কারণ সর্প যদি মণিদ্বারা ভূষিত হয়। তথাপি সে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

দুর্জ্জনো দূষয়ত্যেব সতাং গুণগণং ক্ষণাৎ।
মলিনী কুরুতে ধূমঃ সর্ব্বথা বিমলাম্বরং॥ ৪৪॥

অনুবাদ। দুর্জ্জন ব্যক্তি সাধুর গুণ সকলকে ক্ষণে ক্ষণে দোষ প্রদান করে, যেমন ধূম, নির্ম্মল আকাশকে সর্ব্বপ্রকারে মলিন করিয়া থাকে॥ ৪৪॥

সজ্জনাএব সাধূনাং প্রশংসন্তি গুণোৎকরং।
পুষ্পানাং সৌরভং প্রায় স্তনুতে দিক্ষু মারুতঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ। সজ্জনেরাই সাধু পুরুষদিগের গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, যেমন সদাগতি বায়ু, পুষ্প-গন্ধ চারিদিগে বিস্তার করিয়া থাকে॥ ৪৫॥

অর্থমনর্থংভাবয়নিত্যং নাস্তিততঃসুখলেশঃসত্যং,
পুত্রাদপিধনভাজাংভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষাকথিতানীতিঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থরূপে চিন্তা কর, কারণ ধন হইতে সুখলেশ মাত্র নাই, ইহা সত্য জানিবে। ধনবানদিগের পুত্রাদি হইতেও ধন গ্রহণ ভয় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সর্ব্বত্র কথিত আছে ॥ ৪৬ ॥

মাকুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং হরতিনিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। ধন, জন এবং যৌবনকালের গর্ব্ব করিওনা, কারণ কাল নিমেষ মধ্যে সকলই হরণ করিতে পারে, এই সমস্তকে মায়াময় বোধে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হও ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকাভবতি ভবার্ণবেতরণে নৌকা ॥৪৮॥

অনুবাদ। তুমি মনেতে সর্ব্বদা তত্ত্বচিন্তা কর? নশ্বর ধনচিন্তা পরিহার কর, কারণ ক্ষণমাত্র সাধু সহবাস, ভব সমুদ্রের পারে যাইবার এক মাত্র নৌকাস্বরূপ জানিও ॥ ৪৮ ॥

কা তব কান্তা কস্তেপুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বাকুত আয়াতঃ তত্ত্বংচিন্তয়তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। তোমার স্ত্রী কে?, তোমার পুত্র কে?, মায়াময় এই সংসার অতীব আশ্চর্য্যজনক, তুমিইবা কাহার? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া হে ভ্রাতঃ তত্ত্ব চিন্তা কর? ॥ ৪৯ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন শক্তস্তাবন্নিজপরিবারোঽনুরক্তঃ।
তদনুচজরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোপিন পৃচ্ছতিগেহে॥৫০

অনুবাদ। যতদিন তুমি ধনোপার্জ্জনে সক্ষম থাকিবে ততদিন তোমার আত্ম পরিবার তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকিবে, অনন্তর যখন তোমার দেহ জরাতে জীর্ণ হইবে তখন গৃহমধ্যে গৃহ পরিজন কেহ একটী কথাও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ৫০ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালক্রীড়তিগচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। দিন, রাত্রি, সায়ংকাল, প্রভাতকাল, হেমন্ত ও বসন্তঋতু এ সমস্তই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, লোকের পরমায়ুও ক্ষীণ হইতেছে ইহা দেখিয়াও লোকে আশাবায়ু পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না ॥ ৫১ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥৫২

অনুবাদ। অঙ্গ সকল শিথিল মস্তকের কেশ সকল শুক্লীকৃত, মুখ দন্ত হীন, করধৃত যষ্টি, কম্পান্বিত কলেবর হইয়াও লোক আশারূপ ভাণ্ড কদাচ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৫২ ॥

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরুতনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসেনিজ কর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥৫৩॥

অনুবাদ। ওরে মূঢ়! তুমি ধনাগম তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর, ওহে ক্ষুদ্রবুদ্ধি! মনেতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, আপন কর্ম্মফলে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই ধন দ্বারা মনকে সন্তুষ্ট কর ॥ ৫৩ ॥

নলিনীদলগত জলমতিচপলং তদ্বজ্জীবিত মতিশয় চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধি ব্যালগ্রস্তং লোকং শোক হতং সমস্তং ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। জীবন, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অতিশয় চঞ্চল, ও ক্ষণস্থায়ী, এবং সংসারস্থিত সমস্ত লোক, রোগরূপ সর্পগ্রস্ত, ও শোকহত জানিও ॥৫৪॥

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ তদপিকিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥৫৫॥

অনুবাদ। অষ্টকুল পর্ব্বত, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্রাদি দেবগণ, এবং তুমি, আমি, এই উপস্থিত লোক, কেহই চিরস্থায়ী নহে, তবে লোক, কি নিমিত্ত শোক করে ॥ ৫৫ ॥

অমীষাং জন্তূনাং কতিপয় নিমেষ স্থিতিজুষাং
বিয়োগে ধীরাণাং কইহপরিতাপস্য বিষয়ঃ।

ক্ষণাদুৎপদ্যন্তে বিলয়মপিযান্তি ক্ষণময়ী,
নকেঽপিস্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধি প্রভৃতয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। এই জগতের যাবতীয় প্রাণীই ক্ষণস্থায়ী, অতএব এই সকলের বিচ্ছেদে পণ্ডিতগণের পরিতাপের বিষয় কি আছে? যখন সংসারের কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকল প্রাণীই ক্ষণকাল মধ্যে উৎপন্ন ও ধ্বংস হইতেছে, সুরগিরি সুমেরু, অপার জলধি, প্রভৃতি কোন সৃষ্ট বস্তুই স্থায়ী নহে, তখন নিশ্চয় জানিও যে, কি সজীব কি নির্জীব বস্তু সকলকেই কালবশে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ত্যাগ করিয়া "আমি কে" এই ভাবে আপনাকে জান, কারণ আত্মজ্ঞান শূন্য মূঢ় লোকেরা, ঘোর নরকে নিশ্চয় পচ্যমান হয়। ৫৭।

সুরমন্দির তরুমূল নিবাসঃ শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৫৮॥

অনুবাদ। যদি তরুতলে বাসকরা, দেবমন্দিরে বাসতুল্য সুখকর বোধ হয়, ভূমিতল, যদি দুগ্ধফেন শয্যা সম বোধ হয়, মৃগচর্ম্ম, যদি কৌশেয় বস্ত্র সম সুখজনক বোধ হয়, এবং যাবতীয় বিষয় সুখভোগে যদি বীত স্পৃহ হয়, তবে কোন্ ব্যক্তিকে বৈরাগ্য, সুখ প্রদান না করে। ৫৮।

ত্বয়িময়ি চান্যত্রৈকোবিষ্ণুঃ র্ব্যর্থং কুপ্যসিময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। একমাত্র বিষ্ণু, তোমাতে আমাতে অপর সকল স্থানেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তোমার সহিষ্ণুতা নাই বলিয়া আমাপ্রতি বৃথা কোপ করিতেছ। সকলের প্রতি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আপন আত্মাতে সকল আত্মাকে দর্শন কর। ৫৯।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত স্তরুণ স্তাব তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধ স্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমেব্রহ্মণিকোঽপি নলগ্নঃ ॥৬০॥

অনুবাদ। বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াতে আসক্ত থাকে যৌবনে যুবতী

সহবাসে একান্ত অনুরক্ত থাকে এবং বার্দ্ধক্যে নানা বিষয় চিন্তাতে মগ্ন থাকিয়া বৃথা কালযাপন করে, কিন্তু কেহই এক সময়ে পরব্রহ্মতে একবার ও মনোনিবেশ করেনা ॥৬০॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরুযত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্রেত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বং ॥৬১॥

অনুবাদ। শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, যুদ্ধ, এবং সন্ধি, ইহার কোনটীতেই যত্ন করিওনা, যদি অচিরে বিষ্ণুত্ব লাভ করিতে অভিলাষ কর, তবে তুমি সর্ব্বত্র সমচিত্ত হও কদাচ ভেদজ্ঞান করিওনা ॥৬১॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরেশয়নং।
ইতিসংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তবসন্তোষঃ ॥৬২॥

অনুবাদ। যখনই জন্ম তখনই মৃত্যু স্থির হইল আবার তখনই মাতৃজঠরে শয়ন হইল, সংসারের এই একটী স্পষ্ট দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, যখন যাতায়াতের ক্লেশ নিবারণ হইল না, তবে হে মনুষ্য তুমি আর কবে কি প্রকারে সন্তোষ লাভ করিবে ? ॥৬২॥

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নিরুক্তিরেষা,
ব্রহ্মৈবজীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ড রূপস্থিতিরেবমোক্ষো,
ব্রহ্মাদ্বিতীয়েশ্রুতয়ঃ প্রমাণং ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীকবিতাকৌমুদী কাব্যে উপদেশ প্রদানো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

অনুবাদ। জগতের যাবতীয় জীবই ব্রহ্মরূপে অবস্থিত সেই অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থানেই মোক্ষস্বরূপ, ব্রহ্ম, অদ্বিতীয়, শ্রুতিই ইহার প্রমাণ, বেদান্তের ইহাই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ৬৩॥

ইতি শ্রীকবিতাকৌমুদী কাব্যে উপদেশ প্রদাননাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

বিপদিধৈর্য্যমথাভ্যুদয়েক্ষমা,
সদসিবাক্‌পটুতাযুধিবিক্রমঃ।
যশসিচাভিরুচির্ব্যসনংশ্রুতৌ,
প্রকৃতিসিদ্ধ মিদংহি মহাত্মনাং॥ ১॥ ৬৪॥

অনুবাদ। বিপদকালে ধৈর্য্য অবলম্বন করা, উন্নতি কালে ক্ষমা গুণ আশ্রয় করা, সভাতে বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করা, যুদ্ধের সময়ে পরাক্রম প্রকাশ করা, এবং যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করা, মহাত্মা গণের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম॥ ১॥ ৬৪॥

সহসাবিদধীতনক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাংপদং।
বৃণুতেহিবিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেবসম্পদঃ॥ ২॥ ৬৫॥

অনুবাদ। বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য্য করিবে না, কারণ অবিমৃষ্যকারী লোক সর্ব্বদাই আপদে পতিত হইয়া থাকে। বিমৃষ্যকারী, লোকের গুণে বশীভূত হইয়া সম্পদ স্বয়ং তাহাকেই আশ্রয় করে॥ ২॥ ৬৫॥

জলবিন্দুনিপাতেন,ক্রমশঃপূর্য্যতেঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্যচধনস্যচ॥ ৩॥ ৬৬॥

অনুবাদ। যেমন বিন্দু বিন্দু জল পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কুম্ভকে পরিপূর্ণ করে, সেই রূপ বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া মনুষ্যকে বিদ্বান ধনবান ও ধর্ম্মশীল করিয়া থাকে॥ ৩॥ ৬৬॥

নভোভূষাপূষা নবনলিনভূষা মধুকরঃ,
সভাভূষাসভ্যাবরযুবতিভূষাসুজনতা।
বচোভূষাসত্যং মধুসময়ভূষা পিককলো,
মনোভূষাশান্তিঃ সকলগুণভূষাবিতরণং॥ ৪॥ ৬৭॥

অনুবাদ। যেমন গগনমণ্ডলের ভূষণ দিনমণি, যেমন নব নলিনের

ভূষণ ভ্রমরগণ, যেমন সভার ভূষণ সভ্যগণ, যেমন যুবতি উত্তমা স্ত্রীর ভূষণ স্বজনতা, যেমন বাক্যের ভূষণ সত্য বাক্য, যেমন বসন্তকালের ভূষণ কোকিলের কুহু কুহু স্বর, যেমন মনের ভূষণ শান্তিগুণ, সেইরূপ সকল গুণের ভূষণ বিতরণ ॥ ৪ ॥ ৬৭ ॥

মিত্রং স্বচ্ছতয়ারিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং,
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিংপ্রেম্নাগুণৈর্ব্বান্ধবান্ ।
অত্যুগ্রংস্তুতিভির্গুরূন্ প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্ব্বুধং,
বিদ্যাভী রসিকং রসেনসকলং শীলেনকুর্য্যাদ্বশং ॥ ৫ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ। মিত্রকে সরল আচরণ দ্বারা বশীভূত করিবে, দুরাচার রিপুগণকে নীতিবল দ্বারা বশীভূত করিবে, লুব্ধজনকে ধন দ্বারা সান্ত্বনা করিবে, ঈশ্বরকে কার্য্যদ্বারা প্রসন্ন করিবে, ব্রাহ্মণগণকে অত্যাদর প্রকাশ দ্বারা বশীভূত করিবে, যুবতী স্ত্রীকে প্রণয় প্রকাশ দ্বারা বশীভূত করিবে, বান্ধবগণকে সদ্‌গুণ সমূহ দ্বারা বশ করিবে, অতি ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে স্তুতি বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিবে, গুরুজন দিগকে নম্রতা প্রকাশ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে, মূর্খজনকে সুনীতি বাক্যে তুষ্ট করিবে, পণ্ডিতগণকে স্বীয় বিদ্যা বলে বশীভূত করিবে, এবং রসিক লোককে রসভাব দ্বারা বশ করিবে, আর শীলতা দ্বারা সকলকে বশ করিবে ॥ ৫ ॥ ৬৮ ॥

ক্ষান্তিশ্চেৎকবচেনকিং কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি চেদ্দেহিনাং,
জ্ঞাতিশ্চেদনলেনকিং যদিসুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিংফলং ।
কিংসর্পৈর্যদিদুর্জ্জনঃ কিমুধনৈর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যা যদি,
ব্রীড়াচেৎকিমুভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তিরাজ্যেন কিং ॥৬॥৬৯॥

অনুবাদ। যদ্যপি মনুষ্যের ক্ষমা গুণ থাকে তবে তাহার আর বর্ম্ম ধারণের কি প্রয়োজন আছে। যদি ক্রোধ থাকে তবে তাহার আর শত্রুর প্রয়োজন কি? যদি জ্ঞাতি থাকে তবে আর তাহার অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতে হয় না, যদি প্রকৃত বন্ধু থাকে তবে আর তাহার দিব্যৌষধিতে কি ফল হইবে, যদি আত্মীয় দুর্জ্জন থাকে, তবে আর তাহার সর্প দংশনের ভয় থাকে না, যদি বিজ্ঞান শাস্ত্রেতে বিশেষ পারদর্শিতা থাকে তবে আর তাহার ধনের কোন প্রয়োজন থাকে না, যদি লজ্জা ভূষণ থাকে তবে

আর তাহার অপর ভূষণের প্রযোজন কি আছে। আর যদ্যপি সুকবিত্বা ৠত্যন্ত থাকে তবে তাহার আর অন্য সুখের কি প্রয়োজন আছে? ॥ ৬ ॥৬৯

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বংকীর্ত্তির্যস্যসজীবতি ॥ ৭ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, ধন অতিশয় চঞ্চল, এবং জীবন ও যৌবন কাল ইহা অতি মাত্র চঞ্চল, কদাচ চিরস্থায়ী নহে, কেবল, যাহার কীর্ত্তি আছে সেই চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ৭ ॥ ৭০ ॥

সজীবতিয়শোযস্য কীর্ত্তির্যস্যসজীবতি,
অযশোঽকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপিনজীবতি ॥ ৮ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। যাহার যশ আছে সেও জীবিত থাকে আর যাহার কীর্ত্তি আছে সেও জীবিত থাকে, কিন্তু অযশ ও অকীর্ত্তি যাহার আছে, সে জীবিত সত্বেও মৃতবৎ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ৭১ ॥

অগাধজলসঞ্চারী নগর্ব্বংযাতিরোহিতঃ।
গণ্ডূষ জল মাত্রেণ সফরী ফর ফরায়তে ॥৯॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। দেখ! রোহিত মৎস্য অগাধ জল মধ্যে বিচরণ করিয়াও কিছুমাত্র গর্ব্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু গণ্ডূষ পরিমাণ জল মধ্যে প্রোষ্ঠি মৎস্য অহঙ্কারে জগৎসংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া ফরফর করিয়া থাকে কারণ মহৎ লোকেরা অত্যন্ত ধনশালী হইলেও কিছুমাত্র গর্ব্ব প্রকাশ করেন না কিন্তু সামান্য লোকেরা যৎসামান্য ধনে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে সে কেবল উচ্চ নীচতার ফল ॥ ৯ ॥ ৭২ ॥

অসত্য বাণীপরদারসেবা, সন্নিগ্রহোদুষ্ট জনানুরাগঃ।
পাপেঽনুরক্তিঃসুকৃতোবিরক্তিরয়ং স্বভাবঃ কলির্যৎসজন্তু ॥ ১০ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, সাধুজনের নিগ্রহ, দুষ্টজনের সমাদর, পাপকর্ম্মে অনুরাগ, সৎকর্ম্মে বিরাগ, এইরূপ স্বভাব কলিবৎসল লোকেরাই করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ৭৩ ॥

সৎপীড়নং পৌরুষমন্যনারী, রতির্ব্বিনোদোঽনৃতবাক্যভাষে।
নিত্যক্রিয়া শিষ্টজনাপকারোরীতিঃ প্রজানাংকলিবৎসলস্য ॥
॥১১॥ ৭৪॥

অনুবাদ। সাধুলোককে পীড়ন করা, পরস্ত্রীতে রতি প্রকাশ করা মিথ্যা বাক্য কথনে আমোদ প্রকাশ করা এবং শিষ্ট জনের অপকার করাই নিত্যকর্ম্ম, এইরূপ রীতি কলি-বৎসল প্রজাগণের দেখিতে পাওয়া যায়॥ ১১॥৭৪॥

বেদং বেদ ন কোপিভূধরদরী লীনা মুনীনাংগিরঃ
স্বচ্ছংম্লেচ্ছমতংজনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্মক্রিয়াঃ।
মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবণিতাসেব্যানগুর্ব্বাদয়ঃ,
কিংকার্য্যং পরিশিষ্টমস্তিভবতোজ্ঞানামি নাহংকলে॥১২॥৭৫॥

অনুবাদ। বেদাদিশাস্ত্র আর কেহই জানিতে ইচ্ছা করে না, ধর্ম্মশাস্ত্র কার, মুনিগণের নীতিবাক্য কেহই আর শুনে না। তাহা এখন পর্ব্বত গুহাতে লীন হইয়াছে, লোকেরা প্রায় সকলেই ম্লেচ্ছ মত পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারই অনুগামী হইয়াছে, ধর্ম্ম ক্রিয়ার কথা, ভ্রমেও একবার মুখে আনে না, মদ্যই অতিশয় প্রিয় হইয়াছে, আর বার বণিতা সেবাতে একান্ত অনুরক্ত, গুরুজনের সেবার কথা একবারও মুখে আনে না, অতএব হে কলি! পরিশেষে তোমার যে, কি আছে? তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না॥ ১২॥ ৭৫॥

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণ যুক্তা মাণিক্য যুক্তৌ চরণৌচ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপিকাকো নচ রাজহংসঃ॥
॥ ১৩॥ ৭৬॥

অনুবাদ। কাকের চঞ্চু যদি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা যায়, এবং চরণদ্বয় যদি মাণিক্য দ্বারা ভূষিত করা যায় আর পক্ষদ্বয় যদি গজমুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়, তথাপি কাক, কখন রাজ হংস হইতে পারে না। কাক যে, সে কাকই থাকে॥ ১৩॥ ৭৬॥

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনাঃক্রিয়ন্তে ধনৈরাপদো মানবানিস্তরন্তি।
ধনেভ্যোনচান্যৎ সুহৃদ্বিদ্যতেহত্রধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং॥
১৪ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। ধনদ্বারা নির্ধন ব্যক্তিবা কুলীন সদৃশ মান্য হইয়া থাকে, মানবগণ, ধনদ্বারা আপদ রাশি হইতে অনায়াসে নিস্তার পায়, এবং ধন অপেক্ষা বন্ধু, জগতে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব হে মানবগণ! তোমরা সৎপথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন কর, তবে এই জগতে সুখী হইতে পারিবে ॥ ১৪ ॥ ৭৭ ॥

নবিদ্যয়ানৈবকুলেন গৌরবংজনানুরাগোধনিকেষুকেবলং।
কপালিনা মৌলিধৃতাপিজাহ্নবীপ্রয়াতিরত্নাকরমেবসাদরং॥ ॥
॥ ১৫ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। কেবল বিদ্যা দ্বারা অথবা ধন দ্বারা মনুষ্যের সমধিক গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় না, ধনবান দিগের প্রতি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন জহ্নুতনয়া গঙ্গা সর্ব্বগুণশালী দেবের দেব মহাদেব কর্ত্তৃক সাদরে মস্তকে ধৃতা হইয়াও তিনি নির্দ্ধন বোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রত্নাকরকে ধনবান জ্ঞান করিলেন, সাদরে তাহাতেই মিলিতা হইলেন ॥ ১৫ ॥ ৭৮ ॥

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে,
বলেন কিং যশ্চ রিপুং নবাধতে।
শ্রুতেন কিং যো নচ ধর্ম্মমাচরেৎ,
কিমাত্মনা যো নজিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥৭৯॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি, কাহাকে কিছু দান করিল না এবং স্বয়ং কিছুই ভোগ করিল না তাহার ধনেতে প্রয়োজন কি? সে ধন থাকায় না থাকার সমান ফল। যে ব্যক্তি রিপুকে বশীভূত না করিতে পারিল তাহার বলেতে কি প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম আচরণ না করিল, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়নে কি ফল আছে। আর যে ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে না পারিল, তাহার জীবনে কি প্রয়োজন আছে ॥ ১৬ ॥ ৮০ ॥

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্যচ সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥ ১৭ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। অঞ্জনের ক্রমে ক্রমে ক্ষয় দেখিয়া, বল্মীকের ক্রমশঃ

উপচয় দেখিয়া দান এবং অধ্যয়ন কার্য্যে দিবসকে সফল করিবে, (দিবসের মধ্যে কিছু দান ও কিছু অধ্যয়ন করিবে বৃথা দিবস অতিবাহিত করিবে না।)

॥ ১৭ ॥ ৮০ ॥

দানোপভোগরহিতা দিবসা যস্য যান্তিবৈ।
সকর্ম্মকার ভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥ ১৮ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তির দান এবং উপভোগ না করিয়া দিবস বৃথা অতিবাহিত হইল, সে কর্ম্মকারের ভস্ত্রের (জাঁতার) ন্যায় নিশ্বাস ফেলে বটে, কিন্তু কদাপি জীবিত নহে॥ ১৮ ॥ ৮১ ॥

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং।
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃপরঃ প্রিয়বাদিনাং ॥১৯॥৮২॥

অনুবাদ। সক্ষম ব্যক্তিদিগের অতিশয় ভার কিছুই নাই, ব্যবসায়ী দিগের দূরদেশ কোথাও নাই বিদ্বান ব্যক্তির বিদেশ কোথাও নাই, এবং প্রিয়ভাষী দিগের শত্রু কেহই নাই॥ ১৯ ॥ ৮২ ॥

রত্নাকরো নিজগৃহং গৃহিণীচ পদ্মা,
কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধাপনীত মনসো মনসোঽস্তি দৈন্যং
দত্তং ময়া যদুপতে স্বরিতং গৃহাণ ॥২০॥৮৩॥

অনুবাদ। হে যদুপতে! তোমার বাসস্থান রত্নাকর সমুদ্র, স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী, তুমি সাক্ষাৎ জগতের ঈশ্বর, সুতরাং তোমাকে আর দেয় বস্তু জগতে কি আছে যাহা দিব সে সকলই তোমাতে সম্ভবিতে পারে; তবে রাধিকা তোমার মন হরণ করিয়াছেন, বোধ হয় তোমার তাহারই অভাব থাকিতে পারে, অতএব আমি তোমাকে সেই মনই প্রদান করিতেছি গ্রহণকর॥ ২০ ॥ ৮৩ ॥

শশিনি খলুকলঙ্কঃ কণ্টকঃ পদ্মনালে,
যুবতি কুচ নিপাতঃ পকতাকেশ জালে।
জলধিজল মপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং,
বয়সিধব বিয়োগো নির্ব্বিবেকো বিধাতা ॥ ২১॥৮৪

অনুবাদ। চন্দ্রেকলঙ্ক, পদ্মনালে কণ্টক, যুবতীগণের স্তন পতন, কেশ

জালে পক্কতা, সমুদ্র জলের অপেয়তা, পণ্ডিতগণের নির্ধনতা, যৌবনে স্বামি বিয়োগ, এই সমুদয় দেখিয়া বোধ হয় যে, বিধাতা নিশ্চয়ই বিবেচনা শূন্য তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই ॥২॥৮৪॥

ইতি কবিতাকৌমুদ্যাং নানাবিধভাব বর্ণনোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

## তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

একোভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপর,
স্তেসর্ব্বেকবয় স্ত্রিলোক গুরবস্তেভ্যোনম কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্য পদ্য রচনৈ শ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে,
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া ॥১॥৮৫॥

অনুবাদ। একদা কর্ণাট রাজ, কালিদাসের সুমধুর কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিবার মানস করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ছিলেন। কমল হইতে ব্রহ্মা একজন আদিকবি উদ্ভূত হইয়া ছিলেন। পরে পুলিন দেশ (বালুকাময় তীর ভূমি) হইতে দ্বিতীয় কবি, দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (সত্যবতী গর্ভ হইতে) উদ্ভূত হন, অপর একজন বল্মীক (উই পোকার বাসস্থান) হইতে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। ইনি রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি। ইঁহারাই ত্রিলোক গুরু কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। অধুনা যদি কোন অর্ব্বাচীন গদ্য পদ্য রচনা করিয়া চিত্তের চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তবে কর্ণাট রাজপ্রিয়া আমি তাঁহাদেরই বামপাদ মস্তকে ধারণ করি, অথবা (তাঁহাদের শিরোদেশে আমি বামপদ অর্পণ করি। ১। ৮৫।

নন্নাতে গজাজিং নবাঃ বাজিরাজীং
ন বিতেনুচিতং যাবাচিন্মৈবেশঃ।

ইয়ং সুস্তনী মস্তক ন্যস্তহস্তা
নবাঙ্গী কুরঙ্গী দৃগঙ্গীকরোতু ॥২॥৮৬॥

অনুবাদ। প্রথিত আছে যে কর্ণাট রাজমহিষীর সগর্ব্বশ্লিষ্ট শ্লোক শুনিয়া কালিদাস উল্লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের মতে উহা কোন নব্য কবির রচিত। আমি তোমার গজশ্রেণী বা ঘোটক রাজি প্রার্থনা করি না। ধনেতেও আমার মন আকৃষ্ট হয় না। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, ঐ মস্তক ন্যস্ত হস্তা সুস্তনী কুরঙ্গ নয়না দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনিই একবার আমাপ্রতি সানুকূল কটাক্ষপাত করুন। ২॥৮৬॥

চন্দ্রবর্ণনা।

তিমির ভুজগ সঙ্গা দ্বাসবাশা ভুজঙ্গী
তুহিনকিরণবিম্বং চারুডিম্বং প্রসূতে।
বিরহিজন বধায় ব্যক্ত মস্যান্তরালে
প্রবিশমতি মৃগাঙ্কচ্ছদ্মনাকালসর্পঃ ॥৩॥৮৭॥

অনুবাদ। পূর্ব্বদিকরূপ ভুজঙ্গী তিমিররূপ সর্প সংসর্গে শীতরশ্মি চন্দ্ররূপ এক মনোহর ডিম্ব প্রসব করিয়াছে ইহাই নিশ্চয়। যেহেতু বিরহিজনের বিনাশার্থ মৃগচিহ্নচ্ছলে উহার কুক্ষিদেশে কালসর্প পরিণাম (প্রমাণ) পাইতেছে ॥ ৩ ॥ ৮৭ ॥

পুরোবা পশ্চাদ্বাকচিদুপবসামঃ ক্ষিতিপতে,
স্তদাকা নো হানির্ব্বচনরচনাক্রীত জগতাং।
অগারে কান্তারে কুচকলসহারে মৃগদৃশাং,
মণে স্তুল্যং মূল্যং সহজ ধবলস্য দ্যুতিমতঃ ॥৪॥৮৮॥

অনুবাদ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে একদা রাজা বিক্রমাদিত্য ঘটকর্পর নামা কোন কবিকে সম্মুখে আসন প্রদান করিয়া বিখ্যাত কবি কালিদাসকে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করেন। তদ্দর্শনে অন্য কোন সভাসদ, কালিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, বুঝিলাম গুণ সকল যোগ্যপাত্রে নিহিত হইলেই আদৃত হয়, ইহার প্রত্যুত্তরে কালিদাস বলিয়াছিলেন যে আমি ক্ষিতিপতির পুরোভাগে কিম্বা পশ্চাদ্ভাগেই উপবেশন করি না কেন; যখন আমি পদ্য গদ্য রচনা দ্বারা জগৎ

ক্রয় করিতে সমর্থ আছি, তখন তাহাতে আমার আর ক্ষোভের বিষয় কি আছে? স্বভাব শুভ্র দীপ্তিশালী মণিকে গৃহের প্রান্তরে, অথবা মৃগনয়না অবলাগণের হারে যেখানেই রাখিবে সর্ব্বত্র তাহার মূল্য সমান থাকিবে ॥৪॥৮৮॥

অপিদিবস মনৈষীঃ পদ্মিনী সদ্মনিস্থঃ,
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাং।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ,
কিমধিকসুখমাপ্তীরএবা তত্রএবেতি ॥৫॥৮৯॥

অনুবাদ। জনশ্রুতি আছে যে, কোন এক নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ ছাত্র, নানা স্থানে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কোন এক অধ্যাপকের নিকটে পাঠ সমাপনান্তে অধ্যাপক, ছাত্রকে কৌশল ক্রমে উল্লিখিত শ্লোকে তুমি কোন স্থানে পড়িয়া অধিক সুখলাভ করিয়াছ? ইহা ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

হেভৃঙ্গ! তুমি পদ্মিনীর নিকেতনস্থ হইয়া দিবস যাপন করিয়াছ? রাত্রিতে কুমুদিনীরূপরমনীতে সংসক্ত ছিলে। এখন সরল ভাবে বল দেখি ইহার মধ্যে কোথায় অধিক সুখ লাভ করিয়াছ ॥৫॥৮৯॥

স্বংপীযূষ দিবোঽপিভূষণমসি দ্রাক্ষে পরিক্ষেতকঃ,
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোঽবিদিতং সাধ্বীচ মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেক স্বপর স্বরুন্তুদমপি জ্রমোনচেৎ কুপ্যসে,
যঃ কান্তাধর পল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ ॥৬॥৯০

অনুবাদ। ইহার উত্তরে ছাত্র বলিয়া ছিলেন, হে পীযূষ! তুমি স্বর্গের ও ভূষণ। হে দ্রাক্ষে! (আঙ্গুর) তোমার কে পরীক্ষা করিতে পারে? তোমার মাধুর্য্য সকলজনবিদিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। পরন্তু যদি আমার অরুন্তুদবাক্যে ভবদীয় অন্তঃকরণ সন্তাপিত না হয়, তবে একান্ত সরল অন্তঃকরণে বলিতেপারি কান্তাধর পল্লবে যে, মধুরি মা, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি নাই ॥৬॥৯০॥

রত্নাকরান্তবংশে বসতিরপি সদা দূরদেশে পুরাসীৎ,
সৌন্দর্য্যা মধুরা [illegible] বিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।

আজন্ম প্রাণ তুল্যান্ গুরুজন জননী সোদরানন্তরঙ্গান্,
দূরং কৃত্বা স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক গৃহস্থাশ্রমস্থান্॥৭॥৯১॥

অধ্যাপকের আক্ষেপোক্তি। যিনি ভিন্ন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর দূরদেশে বাস করিতেন তিনিই এখন নববধূ হইয়া বিনীত বেশে পতি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আজন্ম প্রাণসম গুরুজন জননী সহোদর ও অন্তরঙ্গ মণ্ডলী কে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কেবল আপনিই পতির অনুরাগের অদ্বিতীয় আস্পদ হইতেছেন। হায়! এতাদৃশী পত্নী যারা গৃহস্থাশ্রমী কে ধিক্॥ ৭॥ ৯১॥

পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশা,
পরাপত্যদ্বেষী স্বসুত মপিনো পালয়তি যঃ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকল জগতাং বল্লভ তমো,
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসাং কেনচিদপি॥ ৮ ॥৯২॥

অনুবাদ। কোকিল, নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং অতি কুৎসিত, নিরন্তর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অবলোকন করিতেছে, সুতরাং অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব বলিয়া বোধ হয়, এবং যে, অন্যের সন্তানকে দ্বেষ করে, স্বকীয় সন্তানকে কদাচ প্রতিপালন করে না, তাহার দোষের কথা আর অধিক কি বলিব, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি সে, সকল জগতের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। অতএব বুঝিলাম মধুরভাষী হইলে কেহ তাহার অপরাধ গ্রহণ করে না॥ ৮॥ ৯২॥

পোতো দুস্তর বারিরাশি তরণে দীপোঽন্ধকারাগমে,
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈঽঙ্কুশঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তিযস্য বিধিনানোপায় চিন্তা কৃতা,
মন্যে দুর্জ্জন চিত্ত বৃত্তি হরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ॥৯॥৯৩॥

অনুবাদ। দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে অর্ণবযান সৃষ্ট হইয়াছে। অন্ধকার বিনাশার্থ দীপ, নির্ব্বাতস্থলে বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত তালবৃন্ত, এবং মদমত্ত হস্তিগণের ঔদ্ধত্য নিবারণার্থ অঙ্কুশ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই বিধাতা যাহার প্রতিবিধান চিন্তা [illegible] নাই। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, দুর্জ্জনের চিত্ত বৃত্তি হরণ করিতে বিধিও

ভগোদ্যম হইয়াছেন। অর্থাৎ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেবল ইহাই পৃথিবীতে কষ্টের কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৯॥ ৯৩॥

কেয়ং ভবিষ্যতি বিনিদ্র সরোরুহাক্ষী
কামস্য কাপি দয়িতা তনুজানুজাবা।
এনাং বিলোকয়তি যস্তরুণ স্তদানীং,
কামস্তমস্তকরুণ স্ত্বরিতং নিহন্তি ॥১০॥৯৪॥

অনুবাদ। অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কোন যুবতী কামিনী, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বামীর গমন প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময় তাহার পতি আগমন করিবামাত্র উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে উভয়েই মুগ্ধ হইল, তখন তাহার স্বামী দয়িতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, এই প্রফুল্ল কমলাক্ষীকে? বোধ হয় কন্দর্পের দয়িতা, কিম্বা কন্যা, অথবা ভগ্নী, হইতে পারে। কেন না যখনই ইঁহাকে অবলোকন করি, নির্দ্দয় কন্দর্প তখনই অতি নিষ্ঠুর হইয়া অতিশয় যাতনা প্রদান করে॥ ১০ ॥ ৯৪॥

বিভীষয়তি শীতলং জল মহির্বপুষ্মানিব,
প্রলোভয়তি কামিনীস্তন ইবাস্তধূমোঽনলঃ।
সুতাত্মজইব ত্বিষো দিনমণেঃ সুখীকুর্ব্বতে,
কুটুম্ব কটুবাগিব ব্যথয়তে তুষারেঽনিলঃ॥ ১১ ॥৯৫॥

অনুবাদ। শীতকালে শীতল জল, সর্পের ন্যায় ভয়োৎপাদন করিতেছে। নির্ধূম অগ্নিও কামিনী স্তনের ন্যায় প্রলোভিত করিতেছে। সূর্য্য কিরণ পৌত্রের ন্যায় সুখী করিতেছে। বায়ু কুটুম্বের কটুবাক্যের ন্যায় ব্যথিত করিতেছে॥ ১১ । ৯৫ ॥

বহ্নিকোণ গতোভানুঃ শীতাৎ সঙ্কুচিতং দিনং।
বৈশ্বানরো নরক্রোড়ে রাজন্ শীতস্য কা কথা ॥১২॥৯৬॥

অনুবাদ। হে রাজন্ শীতভয়ে সূর্য্য অগ্নিকোণে গমন করিয়াছেন। দিবস সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিও মানবগণের ক্রোড়দেশকে আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব শীতের কথা আর অধিক কি বলিব॥ ১২ ॥ ৯৬ ॥

ন্যায়ং ম্লায়মুদেতি বাসর মণিশ্চন্দ্রো ন চণ্ডদ্যুতি
[illegible] কাঞ্চনরে কিরণৈঃ [illegible]।

হন্তেদং নিয়মায়ি পান্থরমণী প্রাণানিলস্যাশয়া,
ধাব দ্‌ঘোর বিভাবরী বিষধরী ফোগস্থ ভীমোমণিঃ
॥ ১৩ ॥৯৭॥

অনুবাদ। কোন বিরহকাতরা রমণী সন্ধ্যাকালে পূর্ণচন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতেছে যে একি, সূর্য্য উদিত হইতেছে? না সন্ধ্যাকালেত সূর্য্যের উদয় সম্ভবিতে পারে না। তবে কি চন্দ্র?—না, তাহাও নহে, কেন চন্দ্রের কিরণ এত প্রখর নহে। তবে দাবানলই হইবে, তাহাইবা আকাশে কিরূপে হইতে পারে? তবে বুঝি বজ্রই হইতে পারে বজ্রই বা কিরূপে নির্ম্মেঘ আকাশে অবস্থান করিতে পারে? তবে ইহাই নিশ্চয়, পান্থ রমণী (বিরহিণী) গণের প্রাণ বায়ু হিংসা করিতে যে, অতি ঘোর বিষধরী ধাবিত হইতেছে ইহা তাহার ফণাস্থিত ভয়ঙ্কর মণি॥ ১৩॥৯৭॥

নখানি বিধুশঙ্কয়া বিরহিণী করেণা বৃণোৎ,
ততঃ কিশলয় ভ্রমাৎকর মথাক্ষি পদ্দ রতঃ।
ততো বলয় শিঞ্জিতৈ ভ্রমর গুঞ্জিতৈঃ শঙ্কয়া,
উহুরিতি কুহুরবধ্বনিভিয়া পতন্ মূর্চ্ছিতা॥ ১৪ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ। কোন বিরহিণী নারী, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, গৃহ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আপন পতি চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ আপন নখরাজিতে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে ঐ নখরাবলিকে চন্দ্র শঙ্কা করিয়া হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিল, অনন্তর হস্তকে কিশলয় (নূতন পল্লব) ভ্রমে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে যে বলয় (বালা) শিঞ্জিত (সুমধুর শব্দিত) হইল তাহাকেও ভ্রমর গুঞ্জন মনে ভাবিয়া উহু ইত্যাকার শব্দ করিয়া উঠিল। ঐ উহু শব্দকে কুহু (কোকিলরব) মনে ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ১৪॥ ৯৮॥

আয়াতাঃ সখি বর্ষা বর্ষাদপি যাস্থ দিবসোদীর্ঘঃ,
দিশি দিশি নীরতরঙ্গো নিরত রঙ্গোমমহৃদয়েশঃ॥ ১৫ ॥৯৯॥

অনুবাদ। কোন বিরহিণী রমণী, নিতান্ত সোৎসুকা হইয়া সখিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছে যে, হে সখি! বর্ষাকাল সমাগতা হইয়াছে ইহার দিবস সকল বর্ষ (বৎসর) অপেক্ষাও বড় বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে জলের

তরঙ্গ সকল প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এসময়ে কেবল আমার প্রাণেশ্বর রঙ্গরসম্ভোগে বিরত থাকিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিতেছেন ইহাতে তাঁহার দোষ নাই আমারই অদৃষ্টের ফল॥ ১৫ ॥ ৯৯॥

কালেবারিধরাণাম্পতিতয়া নৈবশক্যতে স্থাতুং।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে নহি নহি সখি পিচ্ছিল পন্থাঃ॥১৬॥১০০

অনুবাদ। কোন পতি বিদেশস্থা নারী, প্রিয়তমের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া সখিকে ছলে জানাইতেছে, যে সখি! বর্ষাকালে অপতিতা হইয়া (পতিরহিতা অথবা পতিতা না হইয়া) থাকিতে পারিতেছি না। সখি উত্তর করিল। কেন সখি! পতির জন্য কি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ? বিরহিণী উত্তর করিল। না সখি সে কথা বলি নাই, বলিতেছি পথ পিছল হইয়াছে এ কারণ পতিতা না হইয়া আর থাকা যায় না॥১৬॥১০০॥

বিজ্ঞপ্তিরেষা মমজীববন্ধোতত্রৈবনেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্য স্থিতিরেষদেশঃ করা হিমাংশোরপিতাপয়ন্তি
॥ ১৭ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ। কোন পতি বিদেশস্থা বিরহিণী রমণী, স্বকীয় বিরহ বেদনা ছলক্রমে জানাইবার নিমিত্ত এই কথা বলিয়া পত্র লিখিতেছে। যে, হে জীবনমিত্র! আপনার সমীপে এ দাসীর এইমাত্র নিবেদন যে আপনি আরও কিছু দিন যেন সেই দেশেই কালযাপন করেন। কেন না সম্প্রতি এ দেশ অবস্থানের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, যে হেতু হিমাংশুচন্দ্রের সুশীতল রশ্মিও এখন এখানে তাপ প্রদান করিতেছে॥ ১৭॥ ১০১॥

হস্তালি সন্তাপ নিবৃত্তয়েঽস্যাঃ
কিং তালবৃন্তং তরলী করোতি।
উত্তাপ এষোঽন্তরদাহহেতুর্নত-
ভ্রুবো নব্যজনাপনেয়ঃ॥ ১৮॥১০২॥

অনুবাদ। কোন বিরহিণী রমণী স্বকীয় পতি বিয়োগে একান্ত বিধুরা হওয়াতে তাহার সহচরী তাহাকে তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতেছে ইহা

দেখিয়া কেহ কহিতেছে হে সখি! তুমি সন্তাপ নিবারণের জন্য, কেন বৃথা তালবৃন্ত বীজন করিতেছ। অন্তর্দাহই এ উত্তাপের কারণ, অতএব এই তাপ তোমার (তালবৃন্ত) ব্যজন দ্বারা অপহার্য্য নহে কিন্তু নব্যজন (নবীন-বয়স্ক পতি) কর্ত্তৃক অপনেয, (অপহার্য্য হইবে) ন ব্যজনাপনেয়ঃ পক্ষান্তরে, নব্যজনাপনেয়ঃ ইহাই কবির শেষোক্তি ও চমৎকারিত্ব॥ ১৮॥ ১০২॥

প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতং
লজ্জাগতা চেতনয়া সহৈব।
নির্লজ্জ হে জীবিত নশ্রুতং কিং
মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ॥ ১৯ ॥১০৩॥

অনুবাদ। কোন প্রোষিত ভর্ত্তৃকা বিরহ কাতরা রমণী, পতি বিদেশে যাইয়া বহুদিন কোন সম্বাদাদি না লওয়াতে স্বামী সৌভাগ্য লাভ দুষ্প্রাপ্য বোধে আপন প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে আমার প্রিয়তম বিদেশে প্রস্থান করিলে হৃদয় ও তাঁহার সহিত প্রস্থান করিয়াছে। জ্ঞানের সহিত লজ্জাও তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। অতএব হে নির্লজ্জ জীবন! তুমি কখন শুন নাই যে, মহাজন যে পথে গমন করেন, সেইটিই প্রকৃত পথ। অতএব তোমার মরণের অনুসরণ কর্ত্তব্য॥ ১৯ ॥১০৩॥

মলয়াচল সংযুক্তেবাতে বাতে শনৈঃ শনৈঃ।
ব্যনিন্দৎ বানরান্‌কাচিৎ কামিনী যামিনী মুখে॥২০॥১০৪

অনুবাদ। বসন্তাগমে সায়ংকালে মলয়ানিল, মন্দ মন্দ বহন করিয়া প্রমোদবনে বিকশিত মল্লিকা মালতী গন্ধ হরণ পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কোন বিরহিণী রমণীর কমণীয় গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে সে বানরগণকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে অর্থাৎ তোমরা সমুদ্রে সেতু বন্ধন সময়ে যাবতীয় পর্ব্বত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, কিন্তু মলয় পর্ব্বতকে কি নিমিত্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ কর নাই? তাইত তদাশ্রিত বায়ু এক্ষণে আমাকে এত পরিতাপ প্রদান করিতেছে॥ ২০ ॥ ১০৪

নিন্দামি কিং মলয়চন্দনগন্ধবাহং?
কিংবা সুধাংশুনিকরধাম তিরস্করোমি।

চূতঃ স্বহস্ত সলিলৈঃ পরিবর্দ্ধিতোঽয়ং,
মাং তাপিনীং দহতি হন্তনবাঙ্কুরেণ ॥ ২১ ॥১০৫॥

অনুবাদ। বসন্তকালে সন্ধ্যা সময়ে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিতেছে আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে কোন বিরহিণী রমণীর উহা অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে সহকারকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন যে, আমি মলয়ানিলকে কি বলিয়া তিরস্কার করিব কারণ সে দূরস্থিত নিঃসম্পর্কীয় লোক, সে অনায়াসে আমাকে সন্তাপ প্রদান করিতে পারে, কিন্তু এবড় আশ্চর্য্য যে স্বহস্তে সলিল সেক করিয়া যাঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি, সেই রসাল তরুই নবাঙ্কুর দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতেছে হাঁয়! আমার ন্যায় হতভাগিনী আর কে আছে ॥ ২১ ॥ ১০৫ ॥

পিক বিধুস্তবহন্তি সমস্তমস্তমপি তস্য বিরোধি কুহূরবঃ।
ইতি কৃতাবিধিনৈব বিরোধিতা কথমহোসমতা মম তাপনে ॥
॥২২॥১০৬॥

অনুবাদ। কোন বিরহিণী রমণী, বাসন্তী যামিনীতে চন্দ্রমা উদিত হইলে পিকগণের সুমধুর কুহুধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি অসহ্য বোধে খেদ করিয়া বলিতেছে যে, হে পিক! চন্দ্র, তোমার সদৃশবর্ণ যে, অন্ধকার তাহা নাশ করিতেছেন, তুমি ও তাহার বিরোধি যে কুহুরব (আমাবস্যাধ্বনি) করিতেছ, বিধাতাই তোমাদের উভয়ের এইরূপ স্বাভাবিকী বিরোধিতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। আমাকে পরিতাপ দিবার জন্য তোমরা উভয়েই সেই চির বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক ঐক্য মত্য আশ্রয় করিল ॥ ২২ ॥ ১০৬ ॥

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি এবপ্রভুঃ,
প্রাণাযান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্ম গ্রহংপ্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে বিধু পরিধ্বংসেচরাহুগ্রহঃ,
কন্দর্পে হরনেত্র দীধিতি রহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥২৩॥১০৭

অনুবাদ। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কোন বিরহিণী কামিনী, বহুদিবস পতি না আসাতে বাসন্তী রজনী সমাগতা দেখিয়া খেদ করিয়া বলিতেছে যে, মধুযামিনী উপস্থিত হইয়াছে প্রাণবল্লভ প্রিয়তম যদি আগমন না করেন,

তবে এপ্রাণ ও তাঁহার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া বহির্গত হৌক তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু যদি আমার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তবে এই মাত্র প্রার্থনা, আমি যেন কোকিল কুলের বন্ধনের নিমিত্ত ব্যাধ, চন্দ্র মণ্ডল গ্রাস করিবার জন্য রাহুগ্রহ, কন্দর্প বিনাশ হেতু হরকোপানল এবং আমার প্রাণেশ্বরকে ব্যথিত করিবার নিমিত্ত মন্মথ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করি ॥২৩॥১০৭॥

পঞ্চত্বং তনুরেতি ভূত নিচয়াঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং,
ধাতারং প্রণিপত্য নম্রশিরসা যাচেঽহমেকং বরং।
তদ্বাপীষুপয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে।
ব্যোম্নি ব্যোম ধরা চ বর্ত্মনি তথা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥২৪॥১০৮

অনুবাদ। পতিবিরহ কাতরা কাচিৎ রমণী, খেদ করিয়া বলিতেছে যে, আমার পঞ্চত্বকালে পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় স্ব স্ব অংশে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিবে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু আমি নত মস্তকে বিধাতাকে প্রণিপাত করিয়া এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহার (প্রিয়তমের) স্নান বাপীতে আমার সলিলাংশ প্রবেশ করে, তদীয় আদর্শ তলে মদীয় জ্যোতিঃ তাঁহার প্রাঙ্গণাকাশে আমার দেহস্থ আকাশ, তদীয় গমন পদবীতে আমার পার্থিবাংশ এবং তাঁহার বীজন বায়ুতে আমার অনিলাংশ মিলিত হইয়া যায় ॥ ২৪॥১০৮॥

লতামূলে লীনো হরিণ পরিহীনোহিমকরঃ
ধুনীতে বন্ধূকঃ তিলকুসুম জন্মাপি পবনঃ।
চলত্তারাকারা পততি জলধারা কুবলয়াৎ,
বহির্দ্বারে পুণ্যং পরিণমতি কস্যাপি কৃতিনঃ ॥ ২৫॥ ১০৯॥

অনুবাদ। লতা মূলে হরিণ পরিহীন (অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক) চন্দ্র বিলীন হইয়াছে, তিলকুসুম জাত বায়ু ও বন্ধুকপুষ্পকে (অর্থাৎ নাসিকার বায়ু দীর্ঘ নিঃশ্বাস, বন্ধুক) ওষ্ঠাধরকে)। কম্পিত করিতেছে। কুবলয় হইতে (চক্ষু হইতে) জলধারা বহির্গত হইয়া তারার ন্যায় পড়িতেছে কোন্ কৃতীর (কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির) ঈদৃশ কীর্ত্তি (মহিলা) বহির্দ্বারে বসিয়া বিলাপ করিতেছে? ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন পতিব্রতা নারী স্বামিবিরহে কাতর হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাবে অধরোষ্ঠ কম্পিত করিয়া রহিয়াছে।

নয়নবারি দ্বারা বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া পতির গমন পদবী নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে ॥২৫॥১০৯॥

হারোনা রোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা,
ইদানী মাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরাঃ ॥২৬॥১১০॥

অনুবাদ। শ্রীরামচন্দ্র সীতাবিরহে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি এক সময় বিশ্লেষ ভয়ে ভীত হইয়া প্রিয়ার গলদেশে মণিময় হার পর্য্যন্ত আরোপণ করাই নাই। হায়! এখন সেই আমাদের উভয়ের মধ্যে কত কত নদী, সাগর, ভূধর পর্য্যন্ত ব্যবহিত হইয়াছে ॥২৬॥১১০॥

কিং মাং নিরীক্ষসিঘটেন কটিস্থিতেন
বক্ত্রেণ চারু পরিমীলিত লোচনেন।
অন্যং নিরীক্ষপুরুষং তব কর্ম্মযোগ্যং,
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি ॥২৭॥১১১॥

অনুবাদ। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাজয় করিতে আসিলে কবি কালিদাস তাঁহাকে কৌশলে দূরীকৃত করিবার জন্য স্ত্রী বেশে কলসীকক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহার ঐ প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিয়া ছিলেন।

হে সুন্দরি! তুমি কি জন্য কুম্ভকক্ষে করিয়া চারু নিমীলিত নয়নে বারম্বার আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ, তোমার ভাবোচিত অপর পুরুষকে অবলোকন কর, আমি কুম্ভ কক্ষা প্রমদাকে স্পর্শও করিনা ॥২৭॥১১১॥

সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণপীড়নাহংত্বদর্থমনসাপরিচিন্তয়ামি।
দাসোহদ্যমে বিঘটিতস্তব তুল্য রূপী সোবা ভবেন্নহিত
বেদিতিমেবিতর্কঃ ॥২৮॥১১২॥

অনুবাদ। কালিদাস উত্তর করিলেন, হে মকরধ্বজবাণ পীড়িত! তুমি সত্য বলিয়াছ, কিন্তু আমি সেভাবে তোমার প্রতি দৃষ্টি করি নাই, তত্তুল্যরূপী আমার একটি ভৃত্য, অদ্য কোথায় প্রয়াণ করিয়াছে, তুমি সেই আমার

দাস কি, না, এই সন্দেহ মনে উপস্থিত হওয়াতেই আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি, নচেৎ দেখিবার আর কোন কারণ নাই ॥২৮॥১১২॥

যাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা মুঞ্চ মুঞ্চ সখি সাদরং বচঃ।
পামরী বদন লোলুপো যুবা নো হি বেত্তি কুলজাধরামৃতং ॥
কোকিলাকলরবো বনে বনে নূনমস্য নিগড়ো ভবিষ্যতি।
নূনমেবমদপাঙ্গ নির্জ্জিতো যত্নতঃ কতি পদানি গচ্ছতি।
॥২৯॥১১৩॥

অনুবাদ। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে একদা কোন বালিকা একটি শ্লোকার্দ্ধ হস্তে করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উহার পূরণার্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। যথা হে সখি! যায় যাক উহার অবস্থানে আর ফল কি? সাদর বাক্য পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। তখন সভাস্থ কোন কবি, উহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ পূরণ করিলেন। যে যুবা পুরুষ, গণিকাগণের বদন চুম্বনে লোলুপ, সে কি কদাচ কুলকামিনীগণের অধরামৃতের রসাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে। দ্বিতীয় কবি কহিলেন। বনে বনে কোকিলাগণের কলরবই নিঃসন্দেহ ইহার বন্ধনশৃঙ্খলের কার্য্য করিবে। তৃতীয় কালিদাস কহিলেন। আমার কটাক্ষপাতে পরাভূত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক কয় পদ গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥২৯॥১১৩॥

পটং সমুৎক্ষিপ্য মুখেন্দু সঙ্গতং কুহূরবং সুন্দরি নীরবং কুরু।
কথা সুধা সার সসার শীকরৈঃ কুহূরবং সুন্দরি নীরবং কুরু।
॥৩০॥১১৪॥

অনুবাদ। কোন কান্ত, আপন প্রিয়া মান করিয়া অবগুণ্ঠিতবতী হইলে তাহাকে বলিতেছে। হে সুন্দরি! তোমার মুখচন্দ্র নিহিত বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া কুহূরব (অমাবস্যাধ্বনি) নিবারণ কর। এবং তোমার বাক্য রূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা কুহূরব (কোকিলধ্বনি) নীরব কর॥৩০॥১১৪॥

অর্থাৎ মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচনে জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া আমার সহিত কথা কও ইতি ভাবার্থ॥

নিশেয়ং বাসন্তী ক্বণতি মধুরং কোকিল যুবা।
কলানাথঃ পূর্ণঃ পরিণত কলা নায়ক মুখী ॥

পদান্তে কান্তোঽয়ং তদপি তনুষে মানমধুনা।
নজানীমঃ কাবা সমজনি দৃশা পুষ্প ধনুষঃ ॥ ৩১ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ। এই বসন্তের রাত্রি, কোকিল যুবা মধুস্বরে গান করিতেছে, চন্দ্রমা পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছে; চরণোপান্তে কান্ত পতিত রহিয়াছে, তথাপি পূর্ণচন্দ্রমুখী মান বহন করিতেছে। না জানি পুষ্পধন্বা কন্দর্পের কিরণাই উপস্থিত হইয়াছে ॥৩১॥১১৫॥

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালেকমলায়ত লোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধং ॥ ৩২ ॥১১৬॥

অনুবাদ। কোন নায়ক, আপন অভিলষিতা দয়িতাকে বলিতেছে যে, হে প্রফুল্ল কমলায়ত লোচনে বালিকে! আমাপ্রতি পুনরায় কটাক্ষপাত কর। কেননা শুনিতে পাই যে, এই জগতে বিষই বিষের ঔষধ হইয়াথাকে (আমি তোমার প্রথম বিষময় কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত হইয়া দ্বিতীয় কটাক্ষ বাণরূপ ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়া শীতল হইবার আশা করিতেছি) ॥৩২॥১১৬॥

জাতস্তে নিশি জাগরো মম পুনর্নেত্রাম্বুজে শোণিমা,
নিষ্পীতং ভবতা মধুপ্রবিততং ব্যাঘূর্ণিতং মে মনঃ।
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গগণে নিকুঞ্জ ভবনে লব্ধং ত্বয়া শ্রীফলং।
পঞ্চেষুঃ পুনরেষ মাং বহুতরৈঃ ক্রূরৈঃ শরৈঃকৃন্তুতি॥৩৩॥১১৭॥

অনুবাদ। তুমি রাত্রি জাগরণ করিলে, কিন্তু আমার চক্ষু লাল হইয়াছে, তুমি মধু পান করিয়াছ, কিন্তু আমার মন ঘূর্ণিত হইতেছে। যেখানে মধুকরগণ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিকুঞ্জবনে তুমি শ্রীফল হরণ করিয়াছ, কিন্তু পঞ্চ শায়ক কন্দর্প বহুতর তীক্ষ্ণ শরদ্বারা আমাকে ব্যথিত করিতেছে ॥৩৩॥১১৭॥

অয়ি সখি! মাকুরু খেদং সায়ং সময়ে স আগন্তা।
যদি ভাগ্যবশাৎ পুরতো ভবতি চ বিরহজন্য ক্ষণ ভ্রান্তিঃ ॥
॥ ৩৪ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ। হে সখি! খেদ করিওনা; তিনি সায়ংকালে আগমন করিবেন। নায়িকা বলিল, ভাগ্য ক্রমে যদি অগ্রেই আসিয়াছেন, তবে বিরহ শোকের ক্ষণকাল মাত্র ভ্রান্তি হইয়াছে ॥৩৪॥১১৮॥

ব্রহ্মৈব সর্ব্ব মপরং নচ কিঞ্চিদস্তি,
তস্মান্মমে সখি পরাপর ভেদ বুদ্ধিঃ।
জারে যথা গৃহপতৌচতথা রতি র্মে,
মূঢ়াঃ কিমর্থ মসতীতি কদর্থয়ন্তি ॥৩৫ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর কিছুই নাই, হে সখি! সেই জন্য আমারও আত্ম পর বলিয়া ভেদ জ্ঞান নাই। সুতরাং পতি ও উপপতিতে সমান অনুরাগ, তবে কি জন্য মূঢ় লোকেরা অসতী বলিয়া আমার কুৎসা করিয়া থাকে॥৩৫॥১১৯॥

অঙ্গীকুরু দৃশোর্ভঙ্গীরঙ্গীভবতু মন্মথঃ।
ঘোষয়ন্তু বিশালাক্ষি মহেশজয়ি তে যশঃ ॥৩৬॥১২০॥

অনুবাদ। হে বিশালাক্ষি! চক্ষুদ্বয়ের ভঙ্গী বিস্তার কর, ইহাতে আবার কন্দর্প মূর্ত্তিমান হইবে। আর তোমার এযশও অল্প নহে যে, তুমি মহাদেবকে জয় করিলে বলিয়া লোকে ঘোষণা করিবে॥৩৬॥১২০॥

যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিতং যামি যামি বচনং হি মাবদ।
অশনেঃ পতনে ন বেদনা পতন জ্ঞান মতীব দুঃসহম্॥৩৭॥১২১

অনুবাদ। হে নাথ! যদি তুমি যাইবে যাও, কিন্তু যাই যাই এই কথাটি আর বলিও না। কারণ বজ্র পতনে আর যাতনা কি? কিন্তু বজ্র পড়িবে, এই বোধই অত্যন্ত ভয়ানক॥৩৭॥১২১॥

স্নিগ্ধ মালপসিরুক্ষমেববা ত্বৎ কথা ভবতু মেরসায়নং।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেববা পাবকংহিশময়েন্নসংশয়ঃ। ৩৮॥১২২॥

অনুবাদ। তুমি মধুর বচনে অথবা রূঢ় বাক্যে যে রূপেই হউক না কেন আমাকে সম্ভাষণ কর, তাহাতেই আমার প্রীতি বর্দ্ধন হইবে। জল শীতল অথবা উষ্ণ হউক না কেন, অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবে তাহাতে সংশয় কি? ॥৩৮॥১২২॥

কবিরিব বঞ্চিতনিদ্রস্তরুণি তবার্থং ভৃশং স যুবা।
পদশব্দলীনহৃদয়ো রূপালঙ্কার ভাবনা নিপুণঃ ॥৩৯॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ। হে তরুণি! তোমার নিমিত্ত সেই যুবা নিদ্রা বিহনে কবির

ন্যায় নিতান্ত বঞ্চিত হইয়াছেন। কবিগণ যেরূপ ব্যাকরণ-সিদ্ধ পদ ও শব্দ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এবং রূপ অর্থাৎ পদশব্দের মাধুর্য্য, উপমাদি অলঙ্কার ভাবনায় তৎপর হইয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ তোমার পুদ্গলকে চিন্তার্পণ করিয়া রূপ অর্থাৎ শরীর সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার কটক বলয়াদি চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন ॥৩৯॥১২৩॥

দ্বিজরাজমুখী গজরাজ গতিঃ
মৃগরাজবিরাজিত মধ্য কটিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
কজ্জপঃ কতপঃ কসমাধি বিধিঃ ॥৪০॥১২৪॥

অনুবাদ। সুধাকর সদৃশ যাহার বদন, করিরাজ সদৃশ যাহার গতি, এবং যাহার মধ্যভাগ মৃগরাজ সিংহের মধ্যভাগের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই প্রমদা যদি (আমার) হৃদয়ে বাস করে, তবে কোথায় বা জপ, কোথায় বা তপস্যা, কোথায় বা সমাধি! অর্থাৎ ইহা হইতে আর কিছুই প্রার্থনীয় হইতে পারেনা ॥৪০॥১২৪॥

তন্বীবালা মৃদুতনুরিয়ং ত্যজ্যতামত্র শঙ্কা,
কাচিদ্দৃষ্টা ভ্রমরভরতো মঞ্জরীভিদ্যমানা।
তস্মাদেষারহসি সময়ে নির্দ্দয়ং পীড়নীয়া,
মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষু যষ্টিঃসমগ্রম্ ॥৪১॥১২৫॥

অনুবাদ। এই কৃশাঙ্গীর, শরীর নিতান্ত কোমল মনে করিয়া শঙ্কা করিবার আবশ্যকতা নাই। ভ্রমর ভারে মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা তুমি কোথায় দেখিয়াছ? অতএব করুণা পরিহার কর, মৃদুভাবে নিষ্পীড়িত হইলে ইক্ষু যষ্টি কদাচ সমগ্র রস বিতরণ করেনা ইহা মনে রাখিবে॥৪১॥১২৫॥

ক্ষিতিতল নিহিতনয়না লঘু লঘু গমনাপ্রয়াতি বৃদ্ধেয়ম্।
অন্বেষয়তি সযত্নং যৌবনরত্নং মহার্ঘ স্বাৎ ॥৪২॥১২৬॥

অনুবাদ। এই বৃদ্ধা ক্ষিতিতলে নয়ন অর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। বোধ হয় মহামূল্য যৌবন রত্ন হারাইয়াছে বলিয়া তাহারই অন্বেষণ করিতেছে ॥৪২॥১২৬॥

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেনদন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায়ধাতা
কান্তেকথং ঘটিতবানুপলেনচেতঃ॥ ৪৩ ॥ ১২৭॥

অনুবাদ। হে কান্তে বিধাতা তোমার নয়নদ্বয় ইন্দীবর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুন্দপুষ্পদ্বারা দন্তপংক্তি, নবপল্লব দ্বারা অধর, চম্পক পুষ্প দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রভৃতি সমুদায়ই কোমল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া কেবল মাত্র হৃদয়টাকে কেন প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন ॥৪৩॥১২৭॥

নিজপতিরাদ্য প্রণয়ী,
তদনুচ হরিঃ কিংকরোতি সা রাধা।
শৃণু সখি পাণিনি বচনং
দ্বিপ্রতিষেধেপরং কার্য্যম্॥ ৪৪ ॥ ১২৮॥

অনুবাদ। প্রথমতঃ নিজ পতি, অনন্তর স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হরি প্রণয়-ভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে সেই রাধিকা কি করেন? হে সখি! ভগবান পাণিনির বাক্য শ্রবণ কর। তুল্য বল বিরোধ হইলে পরবর্ত্তী বিধিকেই আশ্রয় করিতে হয়। অতএব হরিই তোমার শরণীয় ॥৪৪॥১২৮॥

যা পাংশু পাণ্ডরবপুর্ব্বিরসা পুরাসীৎ
শৈবালকাঙ্কুরলতা মধুনা বিভর্ত্তি।
বক্রং প্রসর্পতিতনোর্ব্বিত নোতিভঙ্গীং
প্রায়ঃ পয়োধর সমুন্নতিরত্র হেতুঃ॥৪৫॥১২৯॥

অনুবাদ। যে নদী ও বালিকা পূর্ব্বে ধূলি ধূসরিতা এবং বিরসা অর্থাৎ জলশূন্যা ও অনুরাগহীনা ছিল, তাহারা এখন শৈবাল ও অলকারূপ অঙ্কুরলতা ধারণ করিয়া বক্রভাবে গমন করিতে করিতে শরীরের ভাবভঙ্গী বিস্তার করিতেছে। পয়োধর সমুন্নতিই (মেঘবাহুল্য ও স্তনোন্নতিই) ইহার প্রকৃতকারণ ॥৪৫॥১২৯॥

বক্রোহন্তর্মলিনঃ শশী বিতনুতামস্মত্তনোস্তাপিতাং
ঘাতোদক্ষিণ দিগ্‌ভবোহপিভুজগৈ র্যোহসৌ বিভুজ্যোজ্ঝিতঃ।
এতদ্বাল মৃণালনালমধিকং যৎপঙ্কসংসর্গবৎ
মুক্তাত্মা গুণবান্ কথং পুনরসৌহারোহপিহাহন্তি মাম্ ॥
॥৪৬॥১৩০॥

অনুবাদ। কুটিল, কলঙ্কগর্ভ, চন্দ্রমা, আমার শরীরে সন্তাপ প্রদান করিতেছেন করুন। আর সর্পের ভুক্তোচ্ছিষ্ট মলয়ানিল, দক্ষিণ দিক্ জাত হইলেও আমাকে সন্তাপিত করিতে পারে। পঙ্কসংসর্গী, বাল (অপরিণত-বুদ্ধি) মৃণাল ও আমাকে দুঃখিত করিতে পারে। ইহাতে আমার আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এই মুক্তাত্মা (মুক্তাময় ও মুক্তিমার্গগত) (গুণবান) (সূত্র সংসর্গী পক্ষান্তরে সদ্‌গুণশালী) হারি ও যে আমাকে ব্যথিত করিতেছে ইহাই সমধিক দুঃখের বিষয় ॥৪৬॥১৩০॥

কলঙ্কীনিঃ শঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ,
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দন রসঃ।
স্বয়ং দগ্ধো দাহং জনয়তু মনোভূ স্তমপি ভো
জগৎ প্রাণপ্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতং ॥৪৭॥১৩১॥

অনুবাদ। চন্দ্র শীতদ্যুতি হইলেও স্বয়ং যখন কলঙ্কী, তখন সে যে আমাকে তাপিত করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আর ভুজঙ্গসংসর্গী (মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হেতুঃ) চন্দন রস ও বিষ উদ্গীরণ করিতে পারে। মনোভব (কন্দর্প স্বয়ং হরকোপানলে দগ্ধ, সুতরাং সেও আমাকে দগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু হে জগৎ প্রাণ (বায়ু) তুমি যে অন্যের প্রাণ হরণ করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে ॥৪৭॥১৩১॥

দেবেন প্রথমং জিতোহসি শশভৃল্লেখাভৃতানন্তরং।
বুদ্ধেনোদ্ধতবুদ্ধিনা স্মর ততঃ কান্তেন পান্থেন মে।
হিংসৈতান্ব্রত হংসি মামতিকৃশাং দীনামনাথাং স্ত্রিয়ং।
ধিক্‌ত্বাং ধিক্ তব পৌরুষং ধিগুদয়ং ধিক্ কার্ম্মুকং ধিক্
শরান্ ॥৪৮॥১৩২॥

অনুবাদ। হে স্মর (কন্দর্প)। তুমি প্রথমে চন্দ্রকলাধারী মহাদেব কর্ত্তৃক

পরাজিত হইয়াছ। অনন্তর উদ্ধত বুদ্ধি বুদ্ধদেব (জিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত) কর্ত্তৃক, তৎপশ্চাৎ বিদেশস্থ আমার প্রিয়তমও তোমাকে পরাভব করিয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে এই সমস্ত তোমার জেতৃবর্গ বিদ্যমান থাকিতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতি ক্ষীণা, দীনা, অনাথা স্ত্রী, আমি, আমাকে নির্দ্দয় ভাবে যাতনা প্রদান করিতেছ। অতএব তোমাকে ধিক্, তোমার পৌরুষত্বে ধিক্, তোমার ধনুকে ধিক্, এবং তোমার বাণকে ধিক্ ॥৪৮॥১৩২॥

অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান
যোগে বিযোগে দিব সোহঙ্গনায়াঃ।
স্পৃষ্ট্বা সখে দিব্যমহং করোমি,
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং ॥ ৪৯ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ। প্রথিত আছে যে, যে কোন রসের কবিতা পাইলেই কবি কালিদাস, তাহা আদি রসে পূরণ করিতে পারিতেন। ইঁহাই পরীক্ষা করিবার জন্য একদা তাঁহার কোন এক বন্ধু, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, এই অংশটি আদি রসে পূরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। কালিদাসও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, যে হে সখে! আমি পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি যে, অঙ্গনা সহযোগে দিবস সকল অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়, এবং বিয়োগ কালীন অতি মহৎ অপেক্ষাও দীর্ঘ বোধ হয় ॥ ৪৯ ॥ ১৩৩ ॥

অন্তর্গতা মদনবহ্নি শিখাবলীযা
সা বাধতে কি মিহচন্দন চর্চ্চিতেন।
যৎ কুম্ভকার পয়নোপরি পঙ্কলেপ,
স্তাপায় কেবল মসৌনতুতাপশান্ত্যৈ ॥৫০॥ ১৩৪

অনুবাদ। হৃদয়ের মধ্যে যে কন্দর্পানল শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি চন্দন রসাভিরেকে কদাচ নির্ব্বাপিত হয়। কুম্ভকারগণ পয়নের উপরিভাগে যে পঙ্কলেপ প্রদান করে, (কুমার বকল কাঁচা পনের উপরিভাগে কর্দ্দমের লেপ দেয়) উহা কেবল তাপ, অধিকতর বৃদ্ধি হইবার জন্য কদাচ তাহাতে তাপ শান্তি হয় না। ৫০ ॥ ১৩৪ ॥

কথয়িতুমিব নেত্রেকর্ণসীম প্রয়াতে
তরুণি তব কুচাভ্যাংব অপশ্যাবমাবাং
স্খলতিযদিপথিস্যাৎ ত্বৎ পদাম্ভোজ যুগ্মং
মট্‌ দিতিতনুমধ্যং ভঙ্গতেনৌ নদোষঃ ॥৫১॥১৩৫॥

অনুবাদ। হে তরুণি? তোমার স্তন দ্বয়, আমাদের দৃষ্টিপথ রোধ করিল। এক্ষণে যদি পথি-মধ্যে তোমার পাদপদ্ম স্খলিত হয় তবে তোমার ক্ষীণ মধ্য ভাগ মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাতে কিন্তু আমাদের কিছু মাত্র দোষ নাই, এই কথা বলিবার জন্যই যেন নেত্রদ্বয়, কর্ণসীমায় গমন করিয়াছে ॥৫১॥১৩৫॥

কিমিন্দুঃ কিংপদ্মং কিমুমুকুর বিম্বং কিমু মুখং,
কিমব্জে কিংমীনৌ কিমু মদন বাণৌ কিমু দৃশৌ।
নগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনক কলসৌ বা কিমু কুচৌ,
তড়িদ্বা তারা বা কনক লতিকা বা কিমবলা ॥৫২॥১৩৬॥

অনুবাদ। এই কি চন্দ্র? কি পদ্ম, কিম্বা দর্পণবিম্ব, অথবা মুখই হইবে। এই কি কমল যুগল? কি শফরী দ্বয়, কিম্বা কন্দর্পের দুইটী বাণ, অথবা চক্ষুদ্বয়ই হইবে। ইহাই কি শৈলদ্বয়? কি পুষ্প গুচ্ছ-যুগল, কিম্বা সুবর্ণ কলসদ্বয়, না হয় স্তন দ্বয় হইবে। ইহাই কি সৌদামিনী? অথবা তারকা, কি স্বর্ণলতিকা, কিম্বা অবলা (নারী) হইবে ॥৫২॥১৩৬॥

যুস্মৎ কৃতে খঞ্জন মঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদিযাতিযাতু,
নীতানি নাশং জনকত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি
॥৫৫॥১৩৭॥

অনুবাদ। হে খঞ্জন চারু লোচনে! যদি তোমার নিমিত্ত আমার মস্তক যায়, যাউক, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। দশবদন রাবণ যখন জনক তনয়ার জন্য দশটী মস্তকের বিনাশ করিতে পারিয়াছেন, তখন আমার একটী মাত্র মস্তকের কথা কি বলিব ॥৫৩॥১৩৭॥

অলমতি চপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ,
পরিণতি বিরসত্বাৎ সঙ্গমে নাঙ্গনায়াঃ।

ইতিযদিশতকৃত্যং তত্ত্বমালোচয়ামি
তদপিন হরিণাক্ষীং বিস্মরেদন্তরাত্মা ॥৫৪॥১৩৮॥
ইতি কবিতা কৌমুদ্যামাদিরসবর্ণ নোনাম
তৃতীয়োঽধ্যায় ॥০॥

অনুবাদ। অঙ্গনার সঙ্গমে কোন প্রয়োজন নাই। সে সুখ, অতি ক্ষণিক, এবং স্বপ্নকল্পিত মায়াবৎ ও পরিণাম বিরস ইহা সত্য, কিন্তু যদি আমি ইহা শত বার আলোচনা করি, তথাপি আমার অন্তরাত্মা মৃগ-লোচনাকে কদাচ বিস্মৃত হইবে না ॥৫৪॥১৩৮॥

ইতি কবিতা কৌমুদ্যামাদিরসবর্ণনোনামতৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

## চতুর্থ অধ্যায়।

উৎসাহ সম্পন্ন মদীর্ঘ সূত্রং ক্রিয়াভি বিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তং।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদ ঞ্চলক্ষীঃ স্বয়ং জাতি বিলাস হেতুঃ
॥৫৫॥১৩৯॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি উৎসাহশীল, ক্ষিপ্রকারী ক্রিয়াকলাপ অভিজ্ঞ, যিনি ব্যসনাসক্ত নহেন এবং যিনি শৌর্য্যশালী, কৃতজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বন্ধুভাবাপন্ন, লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহাকে বিলাস বাসনায় আশ্রয় করেন ॥৫৫॥১৩৯॥

ভিক্ষোমাংস নিষেবণং প্রকুরুষে কিন্তু এ মদ্যং বিনা,
মদ্যঞ্চাপি তবপ্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থ রুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যুতেন চৌর্য্যেণবা,
চৌর্য্য দ্যূত পরিগ্রহো হস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ
॥৫৬॥১৪০॥

অনুবাদ। কথিত আছে যে একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলে, কালিদাস, তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিবার জন্য ছদ্মবেশে মাংস ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেহ কেহ উল্লিখিত শ্লোকের জনপ্রবাদ সম্বন্ধে একথাও বলেন যে, একদা কোন রাক্ষস, সমস্যা পূরণ করিবার জন্য শ্লোকের চতুর্থ পদটী রাজ সভায় প্রদান করিয়াছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে সে দিবস কালিদাস রাজ সভায় উপস্থিত না থাকায় অন্যান্য কবিগণ, উহা পূরণ করিতে পারিলেন না। রাক্ষস এক সপ্তাহ অবসর দিয়া প্রস্থান করিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কালিদাস মাংস ভিক্ষুক বেশে রাক্ষস সমীপে উপস্থিত হইলে রাক্ষস বা দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিল। ভিক্ষুক! তুমি কি মাংস ভক্ষণ করিয়া থাক। ছদ্মবেশী উত্তর করিলেন, মদ্য ব্যতীত কেবল মাংস ভোজনে তেমন সুখ লাভ হয় না। রাক্ষস বা দিগ্বিজয়ী বলিল মদ্য ও কি তোমার প্রিয়? ছদ্মবেশী বলিলেন, প্রিয়, তাব আর কথা কি? কিন্তু বারবিলাসিনী গণের সহিত হইলেই বড় প্রীতিকর হয়। রাক্ষস বা (দিগ্বিজয়ী) বলিল। বেশ্যাও অর্থ প্রিয়া? কি রূপে তোমার অর্থ সংগ্রহ হয়? ছদ্মবেশী বলিল? দ্যূত ক্রীড়া অথবা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা। রাক্ষস বা দিগ্বিজয়ী বলিল যে, নচেৎ আর উপায় কি? ॥৫৬॥১৪০॥

যাতঃ ক্ষামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতাল মূলং বলিঃ,
শক্তু প্রস্থ বিসর্জ্জনেন জনিতঃ স্বর্গো মুনেরব্য।
আবাল্যা দসতী সতী গতবতী কুন্তীপুরী মামরী,
হা সীতা পতি দেবতা গমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি -
॥৫৭॥১৪১॥

অনুবাদ। দৈত্যরাজ বলি, সমস্ত পৃথিবী বিষ্ণুকে দান করিয়া পাতাল গমন করিয়াছিলেন। কোন মুনি শক্তু (ছাতু) দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অসতী হইলেও কুন্তী সতী বলিয়া সুরপুরে গমন করিলেন। কি আক্ষেপের বিষয় যে, সীতা পতি পরায়ণা হইলেও তাহাকে অধো (পাতালে) গমন করিতে হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, কদাচ বুদ্ধির গম্য নহে॥৫৭॥১৪১॥

কান্তং বক্তি কপোতিকা, কুলতয়া নাথান্ত কালোহধুনা,
ব্যাধোহধো ধৃতচাপ শাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।

ইত্থং সত্য হিনা সদষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহতঃ,
তূর্ণং তৌতু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ
॥৫৮॥১৪২॥

অনুবাদ। কোন কপোতিকা আসন্ন বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আকুল বচনে তাহার কান্তকে (কপোতককে) কহিল, হে নাথ! এক্ষণে আমাদের অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধারী ব্যাধ, শাণিত শর হস্তে করিয়া আসিতেছে। এদিকে শ্যেন (বাজ) পক্ষী ও আমাদিগের বিনাশার্থ আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সময়ে কোনকাল সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে ব্যাধের হস্তস্খলিত হইয়া সেই সংহিত বাণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্যেন পক্ষীকে বিনাশ করিল। এদিকে সর্প দংশনে ব্যাধ ও পঞ্চত্ব পাইল। অতএব দৈবের গতি কি, বিচিত্র ॥৫৮॥১৪২॥

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ,
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে ॥৫৯॥১৪৩॥

অনুবাদ। বৃক্ষ সমুদায় ফলশালী হইলে এবং পুরুষগণ গুণশালী হইলে নত হইয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খলোক বরং ভাঙ্গিয়া যাইবে কদাচ নত হইবার নহে ॥৫৯॥১৪৩॥

বাহ্যজ্ঞান বিহীনানাং মূঢ়ানাং মতিরীদৃশী।
শ্রেষ্ঠোঽহং সর্ব্বভূতানাং পণ্ডিতঃ পরমো মতঃ ॥৬০॥১৪৪॥

অনুবাদ। বাহ্যজ্ঞান শূন্য মূর্খলোকের এইরূপ বিশ্বাস যে, আমি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং পরম পণ্ডিত ॥৬০॥১৪৪॥

শর্করা শতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ননিম্বো মধুরায়তে ॥৬১॥১৪৫॥

অনুবাদ। শতভার শর্করাতে (চিনিতে) রোপণ কর, নিরন্তর দুগ্ধ সেচন কর, তথাপি নিম্ব (নিমগাছ) কখন মধুর, হইবে না ॥৬১॥১৪৫॥

বিষমাংহিদশাংপ্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষঞ্চ নৈবজানাত্য পণ্ডিতঃ ॥৬২॥১৪৬॥

অনুবাদ। মনুষ্য দুর্দশাপন্ন হইলে আপন অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়া থাকে। মূর্খ লোক কদাচ স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের দোষ দেখিতে পায় না ॥৬২॥১৪৬॥

মৃগনাভি দৃশী প্রীতির্ণতু গোপয়তে ক্বচিৎ।
আবৃতাপি পুন স্তস্যগন্ধং সর্ব্বত্র গচ্ছতি ॥৬৩॥১৪৭॥

অনুবাদ। প্রণয় মৃগনাভি সদৃশ; উহা কখন গোপনে থাকে না। সুতরাং উহাকে কোনরূপে আচ্ছাদিত করিলেও গন্ধের ন্যায় উহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে ॥৬৩॥১৪৭॥

ধনং পর্ব্বতাভং বচশ্চি এরূপং বপুঃকর্ম্মদক্ষঃ কুশাগ্রৈক বুদ্ধি।
নদানং নপাঠং নধর্ম্মো নকীর্ত্তিস্ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥৬৪॥১৪৮॥

অনুবাদ। পর্ব্বত পরিমিত ধন আছে কিন্তু দান নাই। বিচিত্রবাক্য বিন্যাস করিতে পটু, কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন নাই। শরীর বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে নহে। কুশাগ্রীয় বুদ্ধি, তাহাতে কীর্ত্তিলালসা নাই। তবে ঐ সমুদায়ে ফল কি আছে? ॥৬৪॥১৪৮॥

নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং চৌরে গতেবা কিমু সাবধানং
বয়োগতেকিং বনিতা বিলাসঃ পয়োগতেকিং খলু সেতুবন্ধঃ
॥৬৫॥১৪৯॥

অনুবাদ। দীপনির্ব্বাণ হইলে তাহাতে তৈলদানে ফল কি? চোর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে সাবধান হইয়া আর কি হইবে? যৌবনাবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই বা বনিতা বিলাসে প্রয়োজন কি? জলবহির্গত হইলে আর সেতুবন্ধনে ফল কি? ॥৬৫॥১৪৯॥

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠ তাড়ন শতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ,
শ্লাঘ্যং পঙ্ক বিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোতি দাহানলঃ।

যৎ কান্তাকুচ কুম্ভ বাহু লতিকা হিল্লোল লীলাসুখং,
লব্ধং কুম্ভবরত্বয়া নহিসুখং দুঃখৈর্বিনালভ্যতে ॥৬৬॥১৫০॥

অনুবাদ। হে কুম্ভবর? তুমি যে শুষ্ক কাষ্ঠের শত শত তাড়না (আঘাত) সহ্য করিয়াছ প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ সহ্য করিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়াছ এবং অতি প্রখর অনলতাপ সহ্য করিয়াছ, এই সমুদায়ই তোমার শ্লাঘ্যতম; কেননা তুমি এখন কামিনীগণের কুচকুম্ভপর্য্যবর্ত্তি বাহুলতার আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিতেছ। অতএব জানিলাম যে দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না ॥৬৬॥১৫০॥

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথ মহহ পাথোধি মথনে,
ন ভস্মী ভূতোঽসি স্মরবিজয়নো নেত্র শিখিনা।
শশাঙ্ক স্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো,
দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মস্য মহিমা ॥৬৭॥১৫১॥

অনুবাদ। হে শশাঙ্কচন্দ্র! তুমি সমুদ্র মন্থনকালে চূর্ণ হইলে না কেন? কন্দর্প- বিজয়ী মহাদেবের নেত্রবহ্নি দ্বারাও তুমি কি জন্য ভস্মীভূত হইলে না। রাহুগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াছ, তখন নিশ্চই বুঝিলাম, দুরা-ত্মারাই দীর্ঘায়ু হয় এটী যুগধর্ম্মের মহিমা ॥৬৭॥১৫১॥

বক্তুং সাদরবীক্ষণেন হৃদয়ং প্রেম্না শরীরস্তণে,
নাঙ্গং কোমল পাণিনা সুদয়িতে নালং কৃতার্থীকৃতং।
তেষাং কোঽপিনতেন সার্দ্ধমগমৎ ক্ষীণংমনঃ কেবলং,
ক্ষীণাস্তিনি ভবন্তি যান্ত্যাযদহো ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণতা॥৬৮॥১৫২॥

অনুবাদ। একদা কোন সখী রাধিকাকে নিতান্ত ক্ষীণাবয়বা দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন। হে সখি! সেই নিতান্ত প্রিয় কৃষ্ণ, সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখ, প্রণয় প্রদর্শন দ্বারা হৃদয়, আলিঙ্গন দ্বারা শরীর যষ্টি, এবং কোমল করস্পর্শ দ্বারা অপরাপর অঙ্গ সমুদয়কে কৃতার্থ করিয়াছেন।' কিন্তু তিনি গমন করিলে একমাত্র ক্ষীণ চিত্ত ব্যতিরেকে আর স্থূল শরীর কেহই তাঁহার অনুসরণ করিল না। কিন্তু যদি ইহারাও সেইরূপ ক্ষীণ হইত তবে অবশ্যই তাহার অনুগামী হইতে পারিত। অতএব ক্ষীণতাই শুভকরী ॥৬৮॥১৫২॥

কুন্দকুঞ্জ মমুং পশ্য পুষ্পিতং সখি কাননং।
অমুনা কুন্দ কুঞ্জেন সখি মে কিং প্রয়োজনং ॥৬৯॥১৫৩॥

অনুবাদ। কোন সখী রাধিকাকে বলিয়াছিল। হে সখি! এই কুন্দ-কুঞ্জ সুশোভিত পুষ্পিত কানন অবলোকন কর। রাধিকার উত্তর। সখি! এই কুন্দকুঞ্জে আমার কি প্রয়োজন আছে? অমুনা শব্দে যেমন "এই" বুঝায়, তেমনি মুরহিত অর্থও বুঝায়) সুতরাং মু-রহিত কুন্দকুঞ্জ অর্থাৎ মুকুন্দ শূন্য কুন্দকুঞ্জে আমার প্রয়োজন কি? ॥৬৯॥১৫৩॥

দিনকর কিরণৌঘৈ স্তাপিতঃ পান্থ একো
দ্রুতগতি রতিদূরং বৃক্ষমূলং প্রয়াতি।
তরুরয় মতিজীর্ণো মূলতশ্চাতি তপ্তঃ
পথিক হৃদয়ঘর্ম্ম স্থাপিবাঞ্চাং করোতি ॥৭০॥১৫৪॥

অনুবাদ। কোন এক পথিক দিনকরের কিরণ জালে অতিশয় সন্তাপিত হইয়া সত্বর গমনে এক অতি দূরবর্ত্তি বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল। কিন্তু এই বৃক্ষও নিতান্ত জীর্ণ, এবং ইহার মূল প্রদেশ এত উত্তপ্ত যে, সেও ঐ পথিকের হৃদয় গলিত ঘর্ম্মবারি দ্বারা শীতল হইতে বাঞ্ছা করিল। কিন্তু তখন তাহার কিরূপ কষ্ট হইল তাহা বলা যায় না ॥৭০॥১৫৪॥

সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে,
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাং।
অন্যোদ্রেকে কুটিল মনসাং নির্গুণানাং বিদেশে,
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং ॥৭১॥১৫৫॥

অনুবাদ। পতিপরায়ণা নারীর স্বামী বিরহে মানিগণের মানভঙ্গে, সাধু লোকদিগের লোকাপবাদে পণ্ডিত গণের অনাদরে, কপট লোকদের অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে, নির্গুণ লোকদিগের বিদেশে থাকিলে এবং সম্রান্ত লোকদিগের ভৃত্যাভাবেই নিশ্চয় মৃত্যু উপস্থিত হয় ॥৭১॥১৫৫॥

পোতো দুস্তর বারিরাশি তরণেদীপোহন্ধ কারাগমে,
নির্ব্বাতেব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।

ইত্থংতন্নুবিনাস্তি যস্যবিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা,
মন্যেদুর্জ্জনচিত্ত বৃত্তিহরণে ধাত্রাপি ভগ্নোদ্যমঃ॥৭২॥১৫৬॥

অনুবাদ। দুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য অর্ণবযান-সৃষ্ট হইয়াছে। অন্ধকার বিনাশার্থ দীপ, নির্ব্বাপিত স্থলে বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত তালবৃন্ত এবং মদমত্ত হস্তিগণের ঔদ্ধত্য নিবারনার্থ অঙ্কুশ নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব ভূমণ্ডলের এমন কিছুই নাই বিধাতা যাহার প্রতিবিধান চিন্তা করেন নাই। কিন্তু দুর্জ্জনের চিত্তবৃত্তি হরণ করিতে তিনিও ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। কেবল ইহাই যৎপরোনাস্তি কষ্টের বিষয় পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা আমি বিবেচনা করি॥৭২॥১৫৬॥

সিংহক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভ পতিতংরক্তাক্তমুক্তা ফলং,
কান্তারে বদরীভ্রমাদ্দ্রুত মগাদ্ভিল্লীর পত্নীমুদা।
পাণিভ্যামুপগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরেহজহৎ,
অস্থানেপততা মতীবমহতা মেতাদৃশী স্যাদ্দশা॥৭৩॥১৫৭॥

অনুবাদ। সিংহ করিকুম্ভ বিদারণ করাতে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রক্তাক্ত মুক্তাফল, প্রান্তর মধ্যে পতিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে কোন ও ধীবর পত্নী, বদরী (কুলফল) ভ্রমে পুলকিত হইয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক হস্তে লইয়া দেখিলেন যে উহা অত্যন্ত কঠিন ও শুভ্র বর্ণ কোন বস্তু, বাস্তবিক বদরী (কুল) নহে, সুতরাং অগ্রাহ্য বোধে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল। হায়! কি দুঃখের বিষয় যে, অস্থানে পতিত হইলে অতি মহৎ লোকের ও এইরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে॥৭৩॥১৫৭॥

বদতু বদতু রামো লক্ষণো বা সহস্রং,
পরভুজবলবিজ্ঞো নাস্তি দুঃখংমমৈব।
নহুবিটপ বিনোদী মর্কটোমাং বিলোক্য,
বদতি হসতি কিঞ্চিত্তত্তু দুঃখং নসহ্যং॥৭৪॥১৫৮॥

অনুবাদ। রাবণ আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন। রাম অথবা লক্ষণ, সহস্র সহস্র দুর্ব্বাক্য বলুন তাহাতে আমার কিছু মাত্র খেদ নাই। কেননা, তাঁহারা, শত্রু যে আমি আমার ভুজবল বিশেষ বিদিত আছেন। কিন্তু

শাখাবিহারী মর্কটগণ যে, আমাকে দেখিয়া দুর্ব্বাক্য কহিতেছে ও হাসিতেছে, সেই দুঃখ আমার আর সহ্য হয় না ॥৭৪॥১৫৮॥

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদাভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং ভাগীরথী তীর সমাশ্রিতানাং ॥
॥৭৫॥১৫৯॥

অনুবাদ। রবি, কবি ও সমরের সার কি? যথাক্রমে উত্তর। ভা=দীপ্তি, গী=গদ্যপদ্যময় বাক্য এবং রথী, কৃষিকার্য্যের ভয় কি? উত্তর ঈতি=অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মুষিক, খগ, প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ছটি ভয়। ভৃঙ্গগণ কি ভোজন করে? রস=মধুরস। কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই ভয়? উত্তর, আশ্রিত জনের। অভয় কাহাদের? উত্তর, ভাগীরথী তীর সমাশ্রিত লোকদিগেরই অভয় ॥৭৫॥১৫৯॥

কোভাতিভালে বরবর্ণিনীনাং কারোতি দীনা মধু যামিনীষু।
কস্মিন বিধত্তে শশিনং মহেশঃ সিন্দূরবিন্দু র্বিধবা ললাটে ॥
॥৭৬॥১৬০॥

অনুবাদ। বরবর্ণিনী অবলাগণের কপালে কি দীপ্তি পায়? উত্তর, সিন্দূর বিন্দু। বাসন্তী রজনীতে কোন স্ত্রী কাতরা হইয়া রোদন করে? উত্তর, বিধবা। মহাদেব, চন্দ্রকে কোথায় ধারণ করেন? উত্তর, ললাটে ॥৭৬॥১৬০॥

দরিদ্রো হ্রিয়মেতি হ্রী পরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসো
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিন্নঃ শুচমেতি শোকপিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্ব্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদং ॥
॥৭৭॥১৬১॥

অনুবাদ। দরিদ্র হইলেই লোকে লজ্জা প্রাপ্ত হয়, লজ্জিত লোক তেজভ্রষ্ট হয়, নিস্তেজ হইলেই সকলের নিকট পরাভূত হইতে হয়, পরিভব হইতে নির্ব্বেদ (আত্মাবমাননা) উপস্থিত হয়, নির্ব্বিন্ন লোকে শোক প্রাপ্ত হয়, শোকাচ্ছন্ন হইলে বুদ্ধি লোপ হয়, নির্ব্বোধেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নির্ধনতাই সমুদয় বিপত্তির আদিকারণ ॥৭৭॥১৬১॥

তৃণাদপিলঘুস্তূলস্তূলাদপিচযাচকাঃ।
বায়ুনাকিংননীয়ন্তে অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ॥৭৮॥১৬২॥

অনুবাদ। তুলা, তৃণ অপেক্ষাও লঘু, আবার যাচকগণ তাপেক্ষাও লঘু, তবে যে তাহারা, বায়ু দ্বারা চালিত হয় না, সে কেবল অর্থ প্রার্থন শঙ্কাই তাহার কারণ ॥৭৮॥১৬২॥

নবীন দীন ভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচো জীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণেরণঃ ॥৭৯॥১৬৩

অনুবাদ। অচির দরিদ্রভাবাপন্ন মানী লোক যাচ্ঞা করিতে উদ্যত হইলে তাহার বাক্য জীবনের সহিত এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করে যে আমি অগ্রে বহির্গত হইব তুমি কদাচ অগ্রে বহির্গত হইতে পারিবে না ॥৭৯॥১৬৩॥

উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব ॥৮০॥১৬৪॥

অনুবাদ। সেইরূপ দরিদ্রগণের মনোবাঞ্ছা সকল মনেতে উদয় হইয়া মনোমধ্যেই বিলীন হয়। যেমন বাল্যকালে বৈধব্য অনলে দগ্ধ সদ্বংশজাতা অবলাগণের স্তন দ্বয় হৃদয় মধ্যে উত্থিত হইয়া হৃদয়েতেই পতন হইয়া থাকে কদাচ সফলতা প্রাপ্ত হয় না ॥৮০॥১৬৪॥

স্বদেশজাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপিভবেদবজ্ঞা।
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারু রূপা তথাপি পুংসাং পরদারবার্ত্তা ॥
॥৮১॥১৬৫॥

অনুবাদ। স্বদেশীয় লোক, অতিশয় গুণবান হইলেও তাহার উপর লোকের ভক্তি না হইয়া বরং অবজ্ঞাই হইয়া থাকে। যেমন গৃহনারী অতি মনোহারিণী হইলেও তাহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পুরুষের পরনারীতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ॥৮১॥১৬৫॥

বিখ্যাতাঃ কতিসন্তিভূধরগনাঃ শ্লাঘ্যোঽসিভূমণ্ডলে।
যাতাশ্চন্দনতাং যতোবিটপিনঃ সর্ব্বেতবৈবাশ্রয়াৎ।
কিন্ত্বেকং মলয় ত্বদীয়মযশো লোকৈশ্চিরং গীয়তে,
যৎশাখোটরসাল সাল বকুলে নাসীদ্বিশেষ গ্রহঃ ॥৮২॥১৬৬

অনুবাদ। এই ভূমণ্ডলে কত শত বিখ্যাত পর্ব্বত আছে; কিন্তু হে মলয়

গিরি! তুমিই শ্লাঘ্য। কেননা তোমাকে আশ্রয় করিলে সকল বৃক্ষই চন্দনতা প্রাপ্ত হয়। তবে লোকে তোমার একটী অযশ ঘোষণা করিয়া থাকে এই যে; শাখোট, আম্র, শাল ও বকুল বলিয়া তোমার কাহার প্রতি বিশেষ বিবেচনা নাই ॥৮২॥১৬৬॥

আত্মানং পরিবঞ্চ্য যাচক কুলং কুর্ব্বন্তি যে সঞ্চয়ং
তেষাং পাপজুষাং ত্বদেবহিধনং ভোগায় নো জায়তে।
নিত্যং সঞ্চয়তে মধূনি সরঘো দত্বা নলং তন্মুখে
নীত্বা দেবপিতৄন্ সদা সুকৃতিনঃ সন্তোষয়ন্তিধ্রুবং॥৮৩॥১৬৭॥

অনুবাদ। যে সকল লোক আত্মাকে ও যাচকগণকে বঞ্চনা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, সেই পাপিষ্ঠগণ, সে ধন ভোগ করিতে পারেনা; দেখ মধুকরগণ, নিত্য নিত্য মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সুকৃতিমান লোকেরা তাহাদের মুখে অনল প্রদান করিয়া লইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পিতৃ কার্য্যে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদেরই সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন ॥৮৩॥ ১৬৭॥

কিং জন্মনা জগতি পৈত্রগুণেন কিম্বা
শক্ত্যাহিযাতি পরয়া পুরুষঃ প্রতিষ্ঠাং।
কুম্ভোহিকূপমপি শোষয়িতুং নশক্তঃ
কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনাম্বুধিরেব পীতঃ ॥৮৪॥ ১৬৮॥

অনুবাদ। এই পৃথিবীতে জন্ম নিবন্ধন অথবা পৈত্রিক গুণে কি হইতে পারে। পুরুষগণ আত্ম মহিমা দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। কুম্ভ সামান্য একটী কূপ শোষণ করিতেও সক্ষম হয়না কিন্তু কুম্ভ হইতে উৎপন্ন অগস্ত্য মুনি অগাধ জলধিও গণ্ডূষদ্বারা পাণ করিয়াছিলেন ॥৮৪॥১৬৮॥

## কালিদাসের প্রশংসা শ্লোক।

ভোজরাজের সভামধ্যে শ্রুতিধর, কেহবা দ্বিশ্রুতিধর কেহবা ত্রিশ্রুতিধর এমত কতকগুলি পণ্ডিত ছিলেন। রাজা, তাঁহাদের পরামর্শে এরূপ পণ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি নূতন কবিতা শ্রবণ করাইতে পারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা, পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু যে কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নূতন কবিতা রচনা করিয়া আনিতেন তাঁহারা সকলেই শ্রুতিধর দ্বিশ্রুতিধর পণ্ডিতগণের প্রতারণায় উপহাসাস্পদ হইয়া

পলাইতে লাগিলেন, এইরূপে রাজা যে, কতশত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীর অবমাননা করিতে লাগিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না ? পরে এক দিবস কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস, ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ! আমি একটী নূতন কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছি শ্রবণ করুন, তখন রাজা বলিলেন আপনার কি নূতন কবিতা আছে বলুন, ইহা বলিয়া রাজা শ্রুতিধর পণ্ডিতগণকে উহা শ্রবণ করিতে আদেশ করিলেন তখন রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কালিদাস কবিতা পাঠ করিলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্য বাদী
পিত্রাতেমে গৃহীতা নব নবতিযুতা রত্ন কোটির্ম্মদীয়া।
তাং স্বংমেদেহিতুর্ণং সকল বুধগণৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নোবা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতি মিতিচেৎদেহিলক্ষংততোমে।
॥৮৫॥১৬৯॥

অনুবাদ। হে ভোজমহীপতি ! তুমি ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ সত্য পরায়ণ আপনার মঙ্গল হউক, আপনার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়, আমার নিকট নিরনব্বই কোটি মুদ্রা ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা ত্বরায় আমাকে প্রদান করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হউন। আর একথা যে সত্য, তাহা আপনার সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত, বিদিত আছেন, আর যদিও উঁহারা অজ্ঞাত থাকেন তবে এ আমার নূতন কবিতা হইল, আপনার পণ অনুসারে আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত সকল শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ ও নৃপতি, সকলেই অধোবদন হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পৈত্রিক একজন বৃদ্ধ অমাত্য (বা পণ্ডিত) বলিলেন মহারাজ ! আপনি চিন্তিত হইতেছেন কেন আপনার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের কৃত সেই তাম্র পত্রে খোদিত কবিতাটি ইঁহাকে প্রদান করুন, তখন রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহা আনয়ন পূর্ব্বক বলিলেন মহাভাগ ! আমার পিতৃদত্ত এই স্থাপিত সম্পত্তি তাঁহার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত আপনি গ্রহণ করুন এই বলিয়া, তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

আমার রাজভবনের সম্মুখস্থিত উদ্যানের দক্ষিণাংশে যে একটি অতি প্রকাণ্ড তালবৃক্ষ আছে তাঁহার মস্তকোপরি আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্ন কালে

আমি প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা রাখিলাম। আমার বংশে আমার যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকিবেন তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন"।

ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তিনি কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন, সেই তাল বৃক্ষের মস্তকের ছায়া, আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্ন কালে কোন স্থানে পতিত হয় ইহা নির্ণয় করিয়া লোক দ্বারা সেই স্থান খনন পূর্ব্বক প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেন, তখন কালিদাস তাহা গ্রহণ করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন, নিরনব্বই কোটি মুদ্রা আপনি লইলেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন রাজা ও সভাসদ্গণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন কবিকুলতিলক কালিদাস, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে ভোজেন্দ্র! আপনি এইরূপে যে, কতশত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীর অবমাননা করিয়াছেন এবং কতশত কবিগণ আপনার সভা হইতে অবমানিত, অপ্রস্তুত হইয়া আপনাকে হেয় বোধে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক সজলনয়নে অধোবদনে প্রস্থান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার যে কত মহাপাতক হইয়াছে তাহা বলিতে পারিনা অতএব আপনাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আমি স্বয়ং আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার অর্থের লোভ নাই আমি আপনার সমীপে এই সকল ধন অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে স্বহস্তে প্রদান করিতেছি এই বলিয়া সেই সকল ধন রাজ সমক্ষে অনাথ দরিদ্রগণকে অকাতরে বিতরণ করিলেন তখন রাজা তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া মহাত্মন্! আমি এতদিন এই শ্রুতিধর অতি অজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি এক্ষণে আপনি আমায় উপদেশ প্রদান করুন যে আমি কি করিলে এ মহা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। তখন কালিদাস বলিলেন মহারাজ! আপনি যে তজ্জন্য এক্ষণে অনুতাপ করিলেন এবং এতদিনের পর উহা যে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া আপনার বোধ হইয়াছে তাহাতেই আপনার সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে এক্ষণে যে শ্রুতিধর পণ্ডিতগণের বিদ্যা বুদ্ধি সকলই আপনি জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি অতঃপর এরূপ কর্ম্ম আর কখন করিবেন না। আর এই সমস্ত ধন আপনি দেশবিদেশস্থ সমস্ত পণ্ডিতগণকে অতি সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া ভক্তি ও অনুনয় সহকারে সকলকে প্রদান করুন, তাহা হইলেই আপনি এ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। তখন রাজা তাহাই করিলেন এবং কবি-

কুল চূড়ামণি কালিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিধিমতে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন॥৮৫॥১৬৯॥

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, আর এক সময় ভোজবংশীয় কোন রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাশয় রাজাকে এইরূপে সর্ত্তে বদ্ধ করেন, যে, কোন ব্যক্তি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি অগ্রে আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চাৎ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সভাপণ্ডিত মহাশয়ের অপেক্ষা যিনি অল্প বিদ্বান তাঁহাকেই তিনি রাজার নিকট লইয়া যাইতেন, নচেৎ অপর কোন লোক বিদ্বান হইলেও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি ছিলনা। এই কথা শ্রবণ করিয়া কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালিদাস, ছদ্মবেশে শঙ্করাচার্য্যের সন্নিধানে আসিয়া বলিলেন, পণ্ডিতবর! আমি একটী আশীর্ব্বাদী কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছি, আপনার অনুমতি হইলে ভোজমহীপতির সহিত সাক্ষাৎ করি? ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য মহাশয় বলিলেন কি কবিতা আমার আছে পাঠ করুন। তখন ছদ্মবেশী কালিদাস নিম্নস্থিত কবিতা পাঠ করিলেন।

অস্থিবৎ দধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্বকবত্তথা।
রাজন্তব যশোভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদন্তবৎ ॥৮৬॥১৭০॥

অনুবাদ। হে ভোজমহীপতি! আপনার যশঃ অস্থির ন্যায়, দধির ন্যায়, শঙ্খের ন্যায়, বকের ন্যায় এবং সন্ন্যাসীর দন্তের মত শোভা পাইতেছে।

এই কবিতা শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য মনে স্থির করিলেন যে, ইহার রচনা শুনিয়া বোধ হইতেছে ইনি তাদৃশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নহেন অতএব ইঁহাকে রাজ সমীপে লইয়া যাইতে বাধা কি আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য মহাশয় তাঁহার সহিত কবিতা হস্তে রাজ সভায় গমন পূর্ব্বক রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন ॥৮৬॥১৭০॥

রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু, শঙ্কর কবে! হস্তে কিমাস্তে তব,
শ্লোকঃ, কস্য, তবৈব কীর্ত্তিরচনা, তৎপঠ্যতাং, পঠ্যতে
॥৮৭॥১৭১॥

অনুবাদ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার উন্নতি হউক

রাজা বলিলেন শঙ্করকবি! তোমার হস্তে উহা কি রহিয়াছে? শঙ্করাচার্য্য বলিলেন উহা শ্লোক, রাজা বলিলেন উহাতে কোন বিষয় লিখিত আছে? শঙ্করাচার্য্য বলিলেন ভবদীয় কীর্ত্তিরচনা? রাজা বলিলেন তবে পাঠ কর। ইহা শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী কালিদাস রাজসমীপে অগ্রসর হইয়া'আমি পাঠ করিতেছি এই কথা প্রয়োগ পূর্ব্বক অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন ॥৮৭॥১৭১॥

কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্‌চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্যদ্ভুজবল্লি কঙ্কণরণৎকারঃক্ষণং বার্য্যতাং ॥৮৮॥১৭২॥

অনুবাদ। কালিদাস বলিলেন হে ভোজেন্দ্র! আমি কবিতা পাঠ করিতেছি কিন্তু আপনার এই চামর বীজন কারিণী কমললোচনাগণের বাহুলতা বীজনকালে আন্দোলিত হওয়াতে কঙ্কণা ভরণাদির যে শ্রুতি সুখকর মনোহর ধ্বনি হইতেছে উহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন ॥৮৮॥১৭২॥

রাজার আদেশ অনুসারে চামর বীজনকারিণীগণ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল ছদ্মবেশী কালিদাস অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন।

মহারাজ, শ্রীমন জগতিযশসা তে ধবলিতে
পয়ঃ পারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং করিবর মথোঽয়ং কুলিশভৃৎ
কলানাথং রাহুঃ কমল ভবনোঽহং সমধুনা ॥৮৯॥১৭৩॥

অনুবাদ। হে শ্রীমন্ মহারাজ! আপনার যশেতে সংসারস্থিত সকল বস্তু শ্বেতবর্ণ হইলে সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্ষীরদ সমুদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কারণ তখন সকল সাগরই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। জটাধারী মহাদেব ভ্রম বশতঃ আপন রজতগিরি কৈলাসের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কুলিশধারী দেবরাজ আপন শুভ্রবর্ণ ঐরাবত হস্তীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাহু, কলানিধি চন্দ্রকে এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্বেতবর্ণ হংসবাহনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতএব মহারাজ! অন্যের কথা আর কি বলিব ইন্দ্রাদি দেবগণেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ॥৮৯॥১৭৩॥

তখন রাজা পূর্ব্ব মুখ ছিলেন কবিতা শুনিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইলেন কালিদাসও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

নীরঃ ক্ষীরে গৃহীত্বা সকল খগপতিং যাতিনালৈকজন্মা,
তক্রং ধৃত্বা করাজে সকল জলনিধিং চক্রপাণির্মুকুন্দঃ।

সর্ব্বানুদ্ধৃত্য শৈলানদহৃতিপশুপতির্ভালনেত্রেণপশ্যন্
ব্যাপ্তৈতৎকীর্ত্তিরাশৌ সকল বসুমতীং ভোজরাজক্ষিতীন্দ্র !
॥৯০॥১৭৪॥

অনুবাদ। হে ক্ষিতীন্দ্র ভোজ মহীপতি ! আপনার কীর্ত্তিরাশিতে সমস্ত বসুমতী ব্যাপ্ত হইলে দেবগণ স্ব স্ব বাহনাদি নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন তখন কমল যোনি ব্রহ্মা স্বকীয় বাহন হংসকে নির্ণয় করিবার মানসে দুগ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পক্ষিগণের মুখে এই অভিপ্রায়ে ধরিতে লাগিলেন যে তাঁহার বাহন হইবেক সেই জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অক্লেশে দুগ্ধভাগ আচুষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবেক অন্যে পারিবেনা তাঁহার হংসের এই একটী অসাধারণ গুণ ছিল। আর চক্রপাণি মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ আপন কর পদ্মে তক্র (দধল) লইয়া যাবতীয় সমুদ্রে এই অভিপ্রায়ে ক্ষেপন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার শয়ন স্থান ক্ষীরদ সাগর হইবে তাহা দধল ক্ষেপণ করিবা মাত্র জমিয়া যাইবে। তখন পশুপতি আপন কৈলাস পর্ব্বত নির্ণয় করিবার মানসে সকল পর্ব্বতকে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিপ্রায়ে ললাটনেত্রে দর্শন করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার কৈলাস পর্ব্বত রজত নির্ম্মিত সুতরাং ধাতুময় বস্তু অগ্নিনেত্র স্পর্শে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ভস্ম না হইয়া দ্রবীভূত হইবে তাহা দেখিয়া তিনিও নির্ণয় করিতে পারিবেন।

তখন রাজা উত্তরমুখ উপবেশন করিলে কালিদাসও তদভিমুখে গমন পূর্ব্বক পুনরায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন ॥৯০॥১৭৪॥

শ্রীমদ্রাজশিখা মনে তুলযিতুংধাতা ত্বদীয়ং যশঃ
কৈলাসঞ্চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং তৎ পূর্ত্তয়ে পর্য্যধাৎ।
উক্ষাণং তদুপর্য্যুমা সহচরং তন্মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাজলং
তস্যাগ্রে ফণি পুঙ্গবং তদুপরিস্ফারং সুধাদীধিতিং ॥
॥৯১॥১৭৫॥

অনুবাদ। হে শ্রীল রাজচূড়ামণি ! বিধাতা আপনার অনুপম যশ পরিমাণ করিবার মানসে তুলাদণ্ড আনয়ন পূর্ব্বক এক প্রান্তে আপনার যশোরাশি আর অপর প্রান্তে প্রথমে রজতময় কৈলাস পর্ব্বত স্থাপিত করিয়া দেখিলেন যে তাহাও অত্যন্ত লঘু বোধ হইল তাহা পূরণ করিবার জন্য

তদুপরি শ্বেতবর্ণ বৃষ স্থাপন করিলেন তাহাও লঘু বোধ হইল, পরে তদুপরি উমাসহ শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে স্থাপন করাতে লঘু বোধ হইল, পরে তাঁহার মস্তকোপরি শুভ্রবর্ণ গঙ্গাজল, তাহাও লঘু বোধ হওযাতে, তাঁহার অগ্রে ধবল—বর্ণ ফণীগণকে স্থাপিত কবিলেন. তাহাও লঘু বোধ হওযাতে, তাঁহার ললাট দেশে শুভ্রবর্ণ সুধাংশু মণ্ডলকে স্থাপন কবিলেন তাহাও আপনার যশোরাশির তুল্য হইল না ॥৯২॥১৭৬॥

তখন রাজা দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উপবেশন কবিলে কালিদাসও তদভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় এই কবিতাটি পাঠ কবিলেন।

অতারি কপিনা পুরা পুনরমায়ি মর্য্যাদয়া,
অপায়ি মুনিনা পুরা পুনরদাহি লঙ্কারিণা।
অমন্থি সুরবৈরিণা পুনরবন্ধি রক্ষোরিণা,
কনাম বসুধাপতে তবযশোঽম্বুধিকাম্বুধিঃ ॥৯৩॥১৭৭॥

অনুবাদ। হে বসুধাপতি ভোজেন্দ্র! আপনার যশোরূপ মহাসাগরই বা কোথায়? আর সামান্য সাগরই বা কোথায় কারণ আপনার যশ সাগরের সহিত এ সাগরের তুলনা হইতে পারেনা, কেননা অতি সামান্য জীব বানর পূর্ব্বে যাহাকে অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছিল, এবং সীমা নির্ণয় পূর্ব্বক পরিমাণ স্থির করিয়াছিল, অতি পূর্ব্বকালে মহর্ষি অগস্ত্য গণ্ডুষ দ্বারা যাহাকে পান করিয়াছিলেন, অসুরেরা যাহাকে অনায়াসে মন্থন করিয়াছিল এবং রাক্ষস বৈরি রামচন্দ্র যাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, এমন যে, সাগর তাহা আপনার যশ সাগরের সহিত কদাচ তুলনা হইতে পারেনা ॥৯৩॥১৭৭॥

কালিদাসের মুখে এইরূপ সুধাময় চারিটি কবিতা শ্রবণ করিয়া রাজা অধোমুখ হইয়া রহিলেন এবং কবিকুল কেশরী কালিদাস মনে করিলেন যে বোধ হয়, আমার এই অমৃতময় শ্লোক গুলি রাজার মনোরঞ্জক হইল না এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কবিতা শ্রবণ করিলে অর্থ প্রদান করিতে হয় এই অভিপ্রায়ে বুঝি রাজা অধোবদন হইলেন নচেৎ অধোবদনের কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, মনে মনে এইরূপ নানা বিতর্ক করিয়া পুনরায় নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিলেন।

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরভিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়,
শ্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানিমে।
বর্ণ্যন্তে কতিনামচার্ণব নদী ভূগোল বিন্ধ্যাটবী,
ঝঞ্ঝা মারুত মন্দ্রমঃপ্রভৃতয় স্তেভ্যঃ কিমাপ্তংময়া॥৯৪॥১৭৮

অনুবাদ। হে পৃথিবীপতি শ্রীভোজেন্দ্র! অমৃতরসাভিসিক্ত আমার কথিত অতি সুন্দর বাক্য গুলি শ্রবণ করুন, প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে কদাচ বিমুখ হইবেন না, কারণ আমরা কবি, আমাদিগের স্বভাব এই যে, আমরা সমুদ্র, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যাটবী, ঝড় বায়ু, চন্দ্রমা প্রভৃতি স্থাবর, জঙ্গম, যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহাদের নিকট আমরা কি প্রাপ্ত হই? আপনি দান করিবার ভয়ে অধোবদনে রহিলেন কেন? আমি আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছি না। আপনি মস্তক উন্নত করুন, এই কথা বলিবা-মাত্র তখন ভোজরাজ কালিদাসের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক বলিলেন হে কবিকুলাগ্রগণ্য! আমি সে জন্য অধোবদন হইনাই, আমি যে জন্য অধোমুখে রহিয়াছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন, প্রথমে যখন আমি আপনার কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলাম তখনই আমি যে মুখে ফিরিয়া বসিয়া ছিলাম, আমার সম্মুখ-স্থিত যাবতীয় ভূমি সম্পত্তি সমস্তই আপনাকে অর্পণ করিলাম সুতরাং দত্ত সম্পত্তিতে দাতার অধিকার নাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার মুখ ফিরাইলাম, এইরূপে আপনার সুধাসম কবিতারসে বিমোহিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ আমার অধিকার-স্থিত সমস্ত ভূমি সম্পত্তিই ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রদান করিয়া দেখিলাম যে আরত আমার দেয় সম্পত্তি কিছুই নাই সুতরাং অধোবদন হইলাম। এক্ষণে আপনাকে আমি স্বরূপ বলিতেছি যে, ইহার পূর্ব্বে এরূপ সুধাময় শ্লোক কদাচ আমার কর্ণ গোচর হয় নাই, জগতে আপনিই একমাত্র অদ্বিতীয় কবি এবং কবিত্ব শক্তিরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধীনের চির অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আর আচার্য্য মহাশয়ের প্রবঞ্চনায় কদাচ প্রতারিত হইব না, আপনার নিকট শপথ করিতেছি। তখন কবিকুলতিলক কালিদাস রাজ বাক্যে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৯৪॥১৭৮॥

উজ্জয়িনীর রাজ সভায় প্রধানতম রত্ন কবিবর কালিদাস, একদা মৌনব্রতী হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট তিথির স্থিতি পর্য্যন্ত কথা কহিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ়

হইয়া অবলম্বিত ব্রত পালনে কোন ব্যাঘাত না জন্মায় এই অভিপ্রায়ে নগরের কোলাহল বিহীন অতি নির্জ্জন অরণ্যে গমন পূর্ব্বক একাকী দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া নানা বিধয় ভাবের চিন্তাতে মগ্ন আছেন তাঁহার অচঞ্চল চক্ষু-সমীপে কতিপয় দুরন্ত কালান্তক যমোপম মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। যদিও তাহারা দস্যু না হউক, রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচর্য্যার নিমিত্ত লোক ধরিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে জঙ্গলে ও পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। যদি কোন বনচারী বা পথিক দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাদের নেত্রপথের পথিক হইত তবে তাহারা তাহাকে রাজার যান বাহক কার্য্যে নিযুক্ত করিত। এমন সময় মৌনব্রতী কালিদাস প্রথমে তাহাদের নয়ন পথে পতিত হওয়াতে তাঁহাকে রাজার শিবিকাবাহক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। তখন কালিদাস মৌন ব্রতধারী ছিলেন অনভ্যাস কার্য্যে অতিশয় ক্লেশ বোধ হইলেও ব্রতের অনুরোধে বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। পরন্তু অন্যান্য বাহকের মত গমন করিতে না পারায় রাজার সত্বর গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তখন রাজা দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।"

অনুবাদ। হে বাহক! যদি তোমার স্কন্ধে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, তবে তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।

(এমন সময়) তখন কালিদাসের প্রতিজ্ঞার সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে "বাধতি" এই কথাটী ব্যাকরণ দুষ্ট, তাঁহার কর্ণে আঘাত লাগাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন।

"নবাধতে তথাস্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে"॥৯৪॥১৭৮॥

অনুবাদ। কিন্তু "বাধতি" এই কথাটি আমাকে যাদৃশ বেদনা দিতেছে আমার স্কন্ধে তাদৃশ বেদনা বোধ হইতেছে না, এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কালিদাসকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া রাজ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন কালিদাসও সন্তুষ্ট মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৯৪॥১৭৮॥

একদা মহাত্মা কালিদাস আপন পুত্রকে পাঠ পড়াইতেছেন যে,

পঠ পুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥৯৫॥১৭৯॥

অনুবাদ। হে পুত্র! সর্ব্বদা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর? নিত্য অক্ষর সকল অভ্যাস কর, কারণ রাজা নিজদেশেই পূজ্য কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজনীয়।
॥৯৫॥১৭৯॥

তখন রাজা কোন কারণ বশতঃ তথায় গমন করিয়া সেই কথা শ্রবণ করিলেন শ্রবণ মাত্র ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়া আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন রাজার আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইল। তখন কালিদাস তাদৃশী দশায় অরণ্য মধ্যে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন এমন সময়ে দুইজন দৈত্য "মাঘে শীত? কি মেঘে শীত?" এই কথা লইয়া তর্ক হওয়াতে মাধ্যস্থের অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল, তদবস্থাপন্ন কালিদাসকে দেখিতে পাইয়া তুমি কে? বন্ধন অবস্থায় কেন? তুমি আমাদের মধ্যস্থ হইবে? এইরূপ বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, আমি কালিদাস, তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার এ দুরবস্থা মোচন করিতে হইবে, তাহারা তাহাতে সম্মত হইলে কালিদাস উহাদের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন যে,

মাঘেও শীত নয়, মেঘেও শীত নয়।
যত্র বায়ু, তত্র শীত॥৯৬॥১৮০॥

কালিদাস এই কথা বলিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা তাঁহার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ত্বরায় তাঁহার মোচন বন্ধন করিল এবং অত্যুৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করাইল তিনিও দৈত্য সহবাসে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন॥৯৬॥১৮০॥

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্প দিবস মধ্যে পঞ্চত্ব পায়। ব্রাহ্মণ নানাবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন কিন্তু কিছুতেই সন্তান রক্ষা হইল না। তখন বিপ্র রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করিয়া বলিলেন মহারাজ! আপনার পাপে আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া রক্ষা পায়না,

আপনি ইহার প্রতিবিধান্ করুন; কারণ "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়" এই মহাজন বাক্য আপনিও বিদিত আছেন।

তখন রাজা তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এবার আপনার সন্তান ভূমিষ্ট হইলে ষষ্ঠ দিবসে আমাকে সম্বাদ দিবেন। কিয়দ্দিনান্তর ব্রাহ্মণ তাদৃশ অনুষ্ঠান করিলেন। রাজাও শ্রবণমাত্র সত্বর ব্রাহ্মণ পত্নীর সূতিকা গৃহের দ্বার দেশে খড়্গ হস্ত হইয়া প্রহরীর মত দণ্ডায়মান রহিলেন। নিশীথ সময়ে বিধাতা পুরুষ, ঐ ব্রাহ্মণ পুত্রের অদৃষ্ট ফল লিখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া রাজাকে বলিলেন, কে তুমি? সত্বর দ্বার পরিত্যাগ কর? রাজা বলিলেন অগ্রে আপনি আত্ম পরিচয় প্রদান করুন তবে দ্বার পরিত্যাগ করিব, তখন তিনি বলিলেন যে, আমি বিধাতা পুরুষ, ব্রাহ্মণকুমারের ললাটলিপি লিখিতে আসিয়াছি, রাজা শ্রবণমাত্র নানাবিধ স্তব করিয়া বলিলেন বিধাত! যাহা লিখিবেন? সেইটি দয়া করিয়া আমাকে বলিতে হইবে, তিনি, রাজ বাক্যে সম্মত হইয়া আত্ম কার্য্য সমাধানান্তে প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে এই ব্রাহ্মণকুমার, এক বৎসরান্তে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। তখন রাজা বৎপরোনাস্তি অনুনয় সহকারে ব্রাহ্মণ কুমারের পুনর্জ্জীবনের প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন যে, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ "এই সমস্যা যদি কেহ পূরণ করিতে পারে তবে ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জ্জীবিত হইবে"। এই কথা বলিয়া বিধাতা অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও বিধাতৃ বাক্য ব্রাহ্মণকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং সেই সময়ে আমাকে সম্বাদ দিবেন, বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকুমার পঞ্চত্ব পাইলে ব্রাহ্মণ রাজসন্নিধানেসম্বাদ দিলেন; রাজা তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন পূর্ব্বক মৃত ব্রাহ্মণ পুত্রকে মস্তকে করিয়া লব্ধব্যমর্থং লব্ধব্যমর্থং এই কথা বলিতে বলিতে সমস্যা পূরণার্থ উন্মাদের মত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি বেশে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই দেশের রাজকন্তা, মন্ত্রীকন্তা, পাত্র কন্তা ও কোটালের কন্যা, ইঁহারা চারিজনে প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সে দিবস ব্রাহ্মণ, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর কন্যাগণের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিয়া ছিলেন কন্যাগণ, পাঠের নিমিত্ত আগমন করিলে ব্রাহ্মণ পুত্র তাঁহাদিগকে যথাবিধি অধ্যয়ন করাইলেন, পাঠ সমাপনান্তে বলিলেন, দেখ

কন্যাগণ ! তোমাদের সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন হইল অতএব গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহে গমন কর। কারণ গুরু দক্ষিণা ব্যতীত অধ্যয়নের ফললাভ হয়না। এই কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ উত্তর করিলেন, আপনার যাহা অনুমতি হয় আদেশ করুন, তখন কুমারীগণের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ কুমার কামবাণে একান্ত আহত হইয়াছিলেন ; সুতরাং বলিলেন যে, আমার অপর দক্ষিণার আবশ্যক নাই কিন্তু তোমরা চারিজনে আমাকে বরমাল্য প্রদান কর, এই আমার একান্ত কামনা। গুরু পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কোথায় রাজাবিক্রমাদিত্যের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব চির আশা করিয়া ছিলাম, সে আশাত একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। যাহা হউক গুরু পুত্রের কথা কদাচ লঙ্ঘন করা হইবে না ; লোকে স্বস্ব অদৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া থাকে ; অদৃষ্ট ফল কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা, ইহা চিন্তা করিয়া গুরু পুত্র বাক্যে অগত্যা সম্মত হইয়া বলিলেন যে, আপনি অদ্য রজনীতে অমুক শিব মন্দিরে একাকী যাইয়া দেবমূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করিবেন,আমরা চারিজনে তথায় গমন পূর্ব্বক আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব" এইরূপে গুরু পুত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাগণ প্রস্থান করিলেন। ছদ্মবেশী রাজা বিক্রমাদিত্য অতিথি বেশে তথায় থাকিয়া তাঁহাদের সকল গোপনীয় কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকের পত্নীর নিকট সমস্ত জানাইয়া ব্রাহ্মণ কুমারকে ইহা হইতে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ করাইয়া রাখিলেন। তখন ছদ্মবেশী অতিথি বিক্রমাদিত্য মৃত কুমার সঙ্গে লইয়া রাত্রি কালে কন্যাগণের সঙ্কেত স্থানে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রহরে রাজ কন্যা তথায় আসিয়া গুরু পুত্র সম্বোধনে সম্ভাষণ করিলেন, ছদ্মবেশী রাজাও হুঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিলেন, কন্যাও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গুরু পুত্র বোধে বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজাও আত্মপরিচয়ার্থ বাতুলেরমত "লব্ধব্যমর্থং" এই কথা প্রয়োগ করিলেন, তখন রাজ কন্যা, উন্মাদের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়াছি বোধে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক "লভতে মনুষ্যঃ" এই কথা বলিয়া তাঁহার কবিতার প্রথম চরণ পূরণ করিয়া দিলেন। পরে দ্বিতীয় প্রহরে এইরূপে মন্ত্রীকন্যা আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমত বরমাল্য প্রদান করিলে রাজাও "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" এই প্রথমচরণ পাঠ করিলেন, তখন মন্ত্রীকন্যাও তাদৃশ শিরে করাঘাত প্রদান পূর্ব্বক "দৈবেন স বারয়িতুম্ ন শক্যঃ" এই কথা প্রয়োগ করিয়া উহার

দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিলেন। তৃতীয় যামে পাত্র কন্যা তাদৃশ অনুষ্ঠান করিয়া প্রতারিত হইলে "অতোন শোচামি নবিস্ময়োমে" তাঁহার কবিতার তৃতীয় চরণ পূরণ করিলেন। শেষ যামে প্রহরিকন্যা আগমন পুরঃসর সেইরূপ অনুষ্ঠানান্তে প্রবঞ্চিত হইলেন এবং "ললাটলেখোনপুনঃ প্রয়াতি" এই কথা উচ্চারণ করিয়া রাজার কবিতার পরিশিষ্ট ভাগ পূর্ণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূরণ হইলে মৃত ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জ্জীবিত হইল। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য আনন্দ মনে কন্যাগণ ও জীবিত ব্রাহ্মণ কুমার সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানী প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণ কুমার ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। স্বয়ং কন্যাগণ সহবাসে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

লব্ধব্যমর্থংলভতে মনুষ্য দৈবেন সর্বারযিতুম্ নশক্যঃ।
অতোন শোচামিনবিস্ময়োমে ললাটনেখোনপুনঃপ্রয়াতি
॥৯৭॥১৮১॥

অনুবাদ। মানবগণ, প্রাপ্ত বস্তু অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, দৈব ও তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হন না। এই নিমিত্ত এ বিষয়ে আমি শোকও করিনা আমার বিস্ময়ও কিছুই নাই, অদৃষ্টলিপির কদাচ খণ্ডন হইতে পারে না ॥৯৭॥১৮১॥

কোন সময়ে রাজাবিক্রমাদিত্যের রাজসভা মণ্ডপে রাক্ষসরাজ বিভীষণের দূত একখানি পত্র লইয়া আগমন করিল। তাহাতে এই লিখিত ছিল যে,

"ক্ষীর সর নবনী ধর" ॥৯৮॥১৮২॥

এই কথাটি, কে কাহাকে বলিতেছে? এই প্রশ্ন হওয়াতে তখন রাজা একে একে সকল রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। কালিদাস তখন পূর্ব্বোক্ত দৈত্য সহবাসে অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন এই কথা কোন লোক রাজার স্মরণ করিয়া দেওয়াতে তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কালিদাস যৎপরোনাস্তি রাজার সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ! আবার এ হতভাগ্যকে প্রয়োজন কি? তখন রাজা বিভীষণের পত্র লিখিত প্রশ্ন করাতে কালিদাস তৎক্ষণাৎ বলিলেন মহারাজ! এই কথাটী রাবণের জননী নিকষা, যৎকালে দশাননের দশ বদনে স্তন পান করাইতেন তখন তাঁহার দুই বই স্তন ছিলনা সুতরাং রাবণ দশ মুখে স্তন পানের ইচ্ছা করিলে তিনি দুইটী স্তন দুইটী মুখে ধরিতেন এবং অপর মুখ

কমল গুলিকে নিরন্ত করি বারু মানসে "ক্ষীর সর নবনী ধর" এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত করিতেন ॥৯৮॥১৮২॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা কালিদাসের সদুত্তর দানে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

পুষ্পেষুজাতি নারীষুরম্ভা নরেষু বিষ্ণু র্নদীষু গঙ্গা।
বীরেষুভীষ্মো নৃপেষু রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ
॥৯৯॥১৮৩॥

অনুবাদ। যেমন সজাতীয় পুষ্পের মধ্যে জাতি পুষ্প অতি শ্রেষ্ঠতম। এবং নারীগণের মধ্যে রম্ভা, নরের মধ্যে বিষ্ণু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, নৃপের মধ্যে রামচন্দ্র, বীরগণ মধ্যে ভীষ্ম, আর কাব্য শাস্ত্র মধ্যে মাঘ সকলের প্রধান তম সেইরূপ কবিগণ মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠতম হইলেন। এই কথা বলিয়া বিধি-মতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং চরণ বন্দনা করিয়া নিজ রাজধানী আনয়ন পূর্ব্বক তৎপদে পুনঃ অভিষিক্ত করিলেন ॥৯৯॥১৮৩॥

একদা মহাকবি কালিদাস কল্পতরু হইয়া প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনাথ দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ যে যাহা চাহিলেন তাহাদিগকে তাহাই দান করিলেন। পরে তিনি নিঃস্ব হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় এক যাচক আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আর কিছু সংস্থান না থাকাতে আপন পরিধেয় বস্ত্র খানি তাহাকে অর্পণ করিলেন, স্বয়ং নগ্না-বস্থায় সন্নিহিতা প্রভাবতী নদীর জলে দেহ মগ্ন করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎসমীপে গমন করিলেন সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

অসম্যগ্ব্যয়শীলস্য গতিরেতাদৃশীভবেৎ।

অনুবাদ। অপরিমিত ব্যয়শীল ব্যক্তিদিগের পরিণামে এইরূপ গতি হইয়া থাকে।

কালিদাস উত্তর করিলেন

২য়চ। তথাপি প্রাতরুত্থায় নামস্তস্যৈব গীয়তে॥১০০॥১৮৪॥

অনুবাদ। তথাপি প্রভাতে উত্থিত হইয়া তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে॥ তখন রাজা কালিদাসের সদুত্তরে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহার ধনাগার হইতে প্রচুর ধন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করি-

লেন। কালিদাসও রাজদত্ত ধনাদি বিতরণ দ্বারা দিবসের শেষ ভাগ সুখ স্বচ্ছন্দে যাপন করিয়া কল্পতরু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন ॥৯৯॥১৮৩॥

কোন সময়ে এক রাক্ষসী আপন পতির সহিত বিবাদ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা মধ্যে আগমন পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে নরাধিপ! আপনি আমার প্রশ্নের পূরণ করিয়া দিন। রাজা শ্রবণ মাত্র বলিলেন যে, তোমার কি প্রশ্ন আছে বল? তখন রাক্ষসী কহিল—

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং।

রাজা বলিলেন তিন দিবসান্তে আসিও তোমার সমস্যা পূরণ হইবে। নিরূপিত দিবসে রাক্ষসী আগমন করিলে রাজা কালিদাসের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলেন। তখন কবিকুলতিলক কালিদাস উহা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন।

মেরুতুল্য অর্থো নদানং ততঃ কিং
কুশাগ্রেববুদ্ধির্ন পাঠস্ততঃ কিং।
বপুঃকর্ম্মলেভে নতীর্থস্ততঃ কিং
স্বামিনাপ্রিয়ত্বং জীবনং ততঃ কিং ॥১০১॥১৮৫॥

অনুবাদ। সুমেরু তুল্য ধনশালী হইয়া যদি সেই ধন দান না করিল তবে তাহার সে ধনে ফল কি? কুশাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী হইয়া যদি সে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করে তবে তাহার সে বুদ্ধিতে কি ফল আছে? সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি কেহ তীর্থযাত্রা ও নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ না করে, তবে তাহার সে বৃথা দেহ ধারণের ফল কি আছে? এবং স্বামীর অপ্রিয় হইয়া জীবন ধারণ করাতে কি ফল লাভ হইবে?

তখন রাক্ষসী কালিদাসের সদুত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥১০১॥১৮৫॥

কোন সময়ে তৃতীয়া রাক্ষসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় আসিয়া কহিল হে মহারাজ! আমার একটী সমস্যা আছে, যদ্যপি সপ্তাহ মধ্যে তাহা পূরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাজ্যের সকল লোককে যুগপৎ ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া রাক্ষসী প্রশ্ন করিল—

হেথা আছে সেথা নাই সেথা আছে হেথা নাই।
সেথাও আছে হেথাও আছে হেথাও নাই সেথাও নাই ॥

তখন রাজা একে একে সভাস্থ সকল রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই সদুত্তর প্রদানে সক্ষম হইলেন না। কালিদাস তৎকালে সভায় উপস্থিত ছিলেন না কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন ইহা জ্ঞাত হইয়া নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে কবিকুল শেখর কালিদাস তথায় উপনীত হইয়া সকল অবগত হইলেন এবং রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ এ নিমিত্ত আপনি এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? এই মুহূর্ত্তেই ইহার উত্তর প্রদান করিব। যথা সময়ে রাক্ষসী রাজসমীপে আগমন করিলে রাজার সঙ্কেত অনুসারে কালিদাস রাক্ষসী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন।

রাজপুত্র শ্চিরঞ্জীবমাজীবমুনিপুত্রকঃ।
জীব বা মর বা সাধুর্ব্যাধো মাজীব মামর॥১০২॥১৮৬॥

অনুবাদ। রাজপুত্র চিরকাল জীবিত থাকুক কারণ তাহার এখানে আছে (রাজ্য সুখভোগ করিতেছে) সেখানে (পরলোকে কিছুই নাই)। মুনি পুত্রের জীবিত থাকা বিফল কারণ তাঁহার সেখানে আছে এখানে নাই (ইহলোকে তপঃ ক্লেশ পরলোকে তপস্যাদি ফলে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ হইবে) সাধুজনের সেখানেও আছে এখানেও আছে (সাধু লোক এখানেও যেমন সন্তোষ সুখভোগ করেন পরলোকেও তাদৃশ সন্তোষ সুখ ভোগ করেন)। তাঁহার মরা বাঁচা উভয়েতেই তুল্য সুখ ভোগ হইবে এবং ব্যাধের এখানেও নাই সেখানেও নাই (ব্যাধ যাবজ্জীবন জীবহিংসাতে কালযাপন করিয়াছে, ইহলোকে জীব হত্যাজনক মহাপাতক, তৎফলে পরলোকে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে॥১০২॥১৮৬॥

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্যের ... য এক দ্বিতীয়া রাক্ষসী আসিয়া প্রশ্ন করিল মহারাজ! আমার একটি ... ছে উহা আপনাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে যদ্যপি পঞ্চ দিবস মধ্যে পরিপূরণ না হয় তবে আপনার পুরীর সমস্ত লোককে ভক্ষণ করিব।

রাক্ষসীর বাক্যে রাজা সম্মতি প্রদান করিয়া তাহাকে নির্দ্ধারিত দিবসে আসিতে বলিলেন। রাক্ষসী বলিল আমার প্রশ্ন—

"তন্নষ্টং"

নিরূপিত দিবসে রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ধন্বন্তরি [illegible] রত্নদিগকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন কেহই উত্তর দানে সমর্থ [illegible] কালিদাস কোন কার্য্যের অনুরোধে ভোজ রাজার সভা[illegible] গমন করিয়া ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আনয়ন করিয়া সমস্যা পূরণ করিতে আদেশ করিলেন এইরূপে প্রায় তৃতীয় দিবস অতীত হইল চতুর্থ দি[illegible]। [illegible] পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া এক যোড়া ছিন্ন পাদুকা চর[illegible] দূর দেশে প্রস্থান করিলেন বহু দূর গমন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়াতে এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদাঘের মধ্যাহ্ন তপন তাপে তাপিত, উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর রিক্ত পদে গমন করা অতি দুষ্কর বোধে কালিদাসের নিকট গমন করিয়া আপন দুঃখ জানাইলে তিনি তাঁহাকে আপন পাদুকা যোড়াটি তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং উল্লিখিত বালুকা রাশির উপর দিয়া রিক্তপদে কিরূপে গমন করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সসজ্জ একটি অশ্ব তথায় উপনীত হইল কিন্তু কে আনিল কোথা হইতে আসিল কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীর পাদপদ্ম মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার কৃপা বলে সমস্যা পূরণ হইল তখন তিনি ভারতী প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রাজ সভায় আগমন করিয়া রাক্ষসীর সমস্যা পূরণ করিলেন।

দ্বিজায় পাদুকা দত্তা বহুবর্ষীয় জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বপ্রাপ্তির্মে তন্নষ্টং যন্নদীয়তে ॥১০৩॥১৮৭॥

অনুবাদ। বহুকালের জীর্ণ পাদুকা বিপ্রসাৎ করিয়া সেই ফলে অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব যাহা দান না করা যায় তাহাই নষ্ট (বিফল) হয়। এক্ষণে পাদুকা দান ফলে কালিদাসের অশ্ব প্রাপ্তি হইল।

এইরূপে কবিকুল শার্দ্দূল কালিদাস রাক্ষসীর সমস্যা পূরণ করিবামাত্র সে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং রাজাও যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কালিদাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥১৮৭॥

প্রথিত আছে একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র মৃগয়ার্থ বন গমন করিয়া মৃগানুসরণে পর্য্যটন করিতে করিতে অনুচর বিরহিত হইয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে দিবাবসান হইল, তখন তিনি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে অগত্যা এক মহৎ বৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। ঐ বৃক্ষে একটী ভল্লুকও ঐ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। উভয়ে বিপন্ন বলিয়া পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ এবং বন্ধুর প্রাণ রক্ষা বিষয়ে আত্ম সমর্পণ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া রাত্রির প্রথমার্দ্ধ ভল্লুক ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ রাজপুত্র জাগরণ করিবেন। ইহা ধার্য্য হইলে পর রাত্রির প্রথমার্দ্ধে ভল্লুক প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা পালন পূর্ব্বক রাজপুত্রকে জাগরিত করিয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইল, অনন্তর রাজপুত্র জাগরিত রহিলেন। এই সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া রাজকুমারকে বলিল যে রাজপুত্র! আমার ভল্লুকের মাংস ভক্ষণে অতিশয় লালসা জন্মিয়াছে অতএব ভল্লুক প্রদান করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা কর তুমি রাজপুত্র হইয়া কি জন্য সামান্য হিংস্র জন্তুর নিমিত্ত জাগরিত আছ এই বলিয়া রাজপুত্রের নিকট ঐ ভল্লুক প্রার্থনা করিলে তখন দুর্ম্মতি রাজপুত্র আত্মপ্রতিজ্ঞা বিস্মরণ পূর্ব্বক সেই বিশ্বস্ত বন্ধুকে ব্যাঘ্র মুখে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলে পর ভল্লুকের নখর সকল বৃক্ষ গাত্রে বিদ্ধ ছিল বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দৈব ঘটনা বশতঃ ভল্লুক ব্যাঘ্র মুখ হইতে প্রাণদান পাইয়া এবং কপট বন্ধুকে কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নয় এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ জাগিয়া কাটাইলেন। প্রাতঃ-কালে উভয়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ভল্লুক রাজপুত্রের গালে "স, সে, মি, রা।"

এই বর্ণ চতুষ্টয় উচ্চারণ পূর্ব্বক চারিটী চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুত্রও সেই অবধি " স, সে, মি, রা," স, সে, মি, রা, বলিতে বলিতে বায়ুগ্রস্ত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে বররুচি নামে কোন বিখ্যাত কবি ও জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিত কোন কারণ বশতঃ রাজ সভা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। বররুচি অবসর বুঝিয়া এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে পীড়ার প্রকৃত কারণও জানিতে পারিয়া স্ত্রীবেশে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন মহারাজ! আপনার পুত্রের রোগ কিছুতেই আরোগ্য হইলনা, কিন্তু আমি আরাম করিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কন্যা বেশধারী

বররুচি রাজ পুত্রকে নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার উচ্চারিত বর্ণ চতুষ্টয়ের এক একটী অক্ষর লইয়া এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

স,

সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কাবিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাংহত্বাকিন্নামপৌরুষং ॥১০৪॥১৮৮॥

অনুবাদ। সদ্ভাবযুক্তঃ যে বন্ধু অঙ্কশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতেছে তাহাকে প্রতারণা করাতে, পাণ্ডিত্য কি? আর হত্যা করিলেই বা পৌরুষত্ব কি? ॥১০৪॥১৮৮॥

সে,

সেতুবন্ধ সমুদ্রেচ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহামুচ্যতে পাপৈ র্মিত্রদ্রোহীনমুঞ্চতি ॥১০৫॥১৮৯॥

অনুবাদ। সেতু বন্ধ সমুদ্রে অথবা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন ও স্নান করিলে ব্রহ্ম হত্যাকারীও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মিত্র হন্তার কুত্রাপি মুক্তি নাই ॥১০৫॥১৮৯॥

মি,

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যেচ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥১০৬॥১৯০॥

অনুবাদ। মিত্রহন্তা, কৃতঘ্ন এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক হয়, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে ॥১০৬॥১৯০॥

রা,

রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণ মিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥১০৭॥১৯১॥

অনুবাদ। তুমি রাজপুত্র রাজশ্রেষ্ঠ যদি তোমার কল্যাণ ইচ্ছা থাকে তবে দ্বিজাতিগণকে ধন দান কর আর দেবগণের আরাধনা কর। ॥১০৭॥১৯১॥

এই কবিতা শ্রবণমাত্র রাজপুত্র সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজা বিস্মিত হইয়া কন্যাবেশধারী বররুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গৃহেবসসি কৌমারি অটব্যাং নৈবগচ্ছসি।
ঋক্ষব্যাঘ্র মনুষ্যানাং কথং জানাসি সুন্দরি ॥১০৮॥১৯২॥

অনুবাদ। হে কুমারি! তুমি গৃহ মধ্যে বাস কর, কখন অরণ্যে প্রবেশকর নাই, তবে কিরূপে তত্রত্য ব্যাঘ্র ভল্লুক ও মনুষ্যের বিষয় জানিতে পারিলে? ॥১০৮॥১৯২॥

তখন বররুচি কহিলেন হে মহারাজ!

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা ॥১০৯॥১৯৩॥

অনুবাদ। দেবগুরু প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিদ্যমান আছেন। সেই জন্যই আমি ভানুমতীর অলক্ষিত তিলের ন্যায় এ বিষয় জানিতে পারিয়াছি॥১০৯॥১৯৩॥

তখন রাজা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বররুচি কে জানিতে পারিয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় পদে তাঁহাকে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

কমলিনী মালিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ ॥১১০॥১৯৪॥

অনুবাদ। দিবসাপগমে কমলিনী মলিনী হয়। রাত্রি প্রভাত হইলে শশীকলা অদৃশ্য বা প্রভাহীন হয়। এই জন্যই বিধাতা বুঝি রমণী মুখের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব জানিলাম যে, লোক ক্রমে ক্রমেই বিজ্ঞতম হইয়া থাকেন ॥১১০॥১৯৪॥

ইতি শ্রীউদ্ভট কবিতা কৌমুদ্যাং কালিদাসাদি কবীনাং উপন্যাস বর্ণনো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থমোভাগ গ্রন্থ॥

# শুদ্ধি পত্রম্।

| অশুদ্ধম্। | শুদ্ধম্। | পৃষ্ঠায়াম্। | শ্লোকাঙ্কঃ। |
|---|---|---|---|
| ধ | ধন | ৫ | ৭ অনু |
| সম্পাদি | সম্পাদি | ৬ | ১৪ শ্লো |
| চিন্তয়েৎ | চিন্তয়েৎ | ৭ | ১৬ শ্লো |
| হয়ন | হয়না | ,, | ১৯ অনু |
| মার্য্যে | মার্গ্যে | ৯ | ২৫ শ্লো |
| মুর্খশ্চ | মূর্খশ্চ | ১০ | ৩২ শ্লো |
| তুল্য | তুল্য | ,, | ৩৩ অনু |
| গোমুত্র | গোমূত্র | ,, | ৩৪ শ্লো |
| পাপত্মনাং | পাপাত্মনাং | ,, | ,, ,, |
| দবির্দ্রদিগকে | দরিদ্রদিগকে | ১১ | ৩৯ অনু |
| কালঃ | কালঃ | ১৩ | ৪৭ শ্লো |
| প্রদাননোম | প্রদাননাম | ১৬ | নিম্ন পং |
| অনুমাত্র | অণুমাত্র | ২৩ | ২১।৮৪ অনু |
| রচবিতা | রচয়িতা | ,, | ১।৮৫ অনু |
| মাই | নাই | ২৭ | ৯।৯৩ অনু |
| স্থিথো | স্থিথো | ,, | ১১।৯৫ শ্লো |
| ঘোবিষধরী | ঘোররাত্রিরূপাবিষধরী | ২৮ | ১৩।৯৭ অনু |
| ভবিয়া | ভাবিবা | ,, | ১৪।৯৮ অনু |
| কিন্তু | কিন্তু | ৩০ | ১৮।১০২ অনু |
| স্বদায় | স্বদীয় | ৩২ | ২৪।১০৮ শ্লো |
| করিয়া রহিয়াছে | করিতেছে | ৩৩ | ২৫।১০৯ অনু |
| ভাকুনা | ভীরুণা | ,, | ২৬।১১০ শ্লো |
| ঘোষয়ন্ত | ঘোষয়ন্ত | ৩৬ | ৩৬।১২০ শ্লো |
| রাড়বাক্যৈ | রূঢ়বাক্যৈ | ,, | ৩৮।১২২ অনু |
| রসনা | রস | ৩৭ | ৪১।১২৫ অনু |
| বোহংসৌ | যোহংসৌ | ৩৯ | ৪৬।১৩০ শ্লো |
| বিন্তু | কিন্তু | ,, | ,, ,, অনু |
| ছিন্দে | ছিন্ধে | ,, | ৪৮।১৩২ শ্লো |
| মনানাংং | মনাথাং | | |

| অশুদ্ধম্। | শুদ্ধম্। | পৃষ্ঠায়াম্। | শ্লোকাঙ্কঃ। |
|---|---|---|---|
| রাক্ষস বা দিগ্বিজয়ী বলিল | বাক্ষস বা দিগ্বিজয়ী বলিল, দ্যূতক্রীড়া ও চৌর্য্যপ্রবৃত্তি তবে তোমার আছে ? তখন ছদ্মবেশী বলিল, | ৪৩ | ৫৬।১৪০ অনু |
| মুনেরব্য | মুনেববৃ্যয়ঃ | ৪৩ | ৫৭।১৪১ শ্লো |
| বিজয়নো | বিজয়িনো | ৪৬ | ৬৭।১৫১ শ্লো |
| হে শশাঙ্ক | হে শশাঙ্ক | ,, | ,, ,, অনু |
| ক্ষীণাস্তিনি | ক্ষীণাস্থানি | ,, | ৬৮।১৫২ শ্লো |
| যান্যা | যান্তি | ,, | ,, ,, ,, |
| ৩য় অধ্যায়ে ৯।৯৩ শ্লো পুন ৪র্থ অধ্যায়ে ২৬ পৃষ্ঠায়াম্ | | ৪৭ | ৭২।১৫৬ শ্লো |
| নির্ব্বাপিত | নির্ব্বাত | ৪৮ | ৭২। ,, অনু |
| দেখিলেন | দেখিল | ,, | ৭৩।১৫৭ অনু |
| তুর্ণং | তূর্ণং | ৫২ | ৮৫।১৬৯শ্লো |
| তিধব | শ্রুতিধর | ৫৩ | ,, । ,, অনু |
| ক্ষীরদ | ক্ষীব | ৫৫ | ৮৯।১৭৩ অনু |
| আচুষণ | আচুষণ | ৫৬ | ৯০।১৭৪ অনু |
| শ্রীমর্দ্রাজশিখামনে | শ্রীমদ্রাজশিখামণে | ,, | ৯১।১৭৫ শ্লো |
| তহৃপর্য্যুমা | তহৃপর্য্যুমা | ,, | ,, ,, ,, |
| মোচন বন্ধন | বন্ধন মোচন | ৬০ | ৯৬।১৮০ অনু |
| কথা | কথা | ৬২ | ২৪ পংক্তি |
| ললাট নেখো | ললাট লেখো | ৬৩ | ৯৭।১৮১ শ্লো |
| প্রাপ্তবস্ত্র | প্রাপ্যবস্ত্র | ,, | ,, ,, অনু |
| সজাতীয় | সকল জাতীয | ৬৪ | ৯৯।১৮৩ অনু |
| মুহূর্ত্তেই | মুহূর্ত্তেই | ৬৬ | ৮ পং |
| কাটাইলেন | কাটাইল | ৬৮ | ১৯ পং |
| জ্যোতিষ্ক | জ্যোতিষ্ক | ,, | ২৫ পং |
| মনুষ্যানাং | মনুষ্যাণাং | ৭০ | ১০৮।১৯২ শ্লো |
| মালিনী | মলিনী | ,, | ১১০।১৯৪ শ্লো |